Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

SFG2775

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ বাণিজ্য ও পরিবহন গবেষণা আরইটিএফ এনএলটিএ প্রকল্প
(পি১৪৮৮৮১)
বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প-১
(পি১৫৪৫৪০)
বিশ্বব্যাংক সাহায্যপুষ্ট

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক এবং অরক্ষিত মানবগোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো (এসইভিসিডিএফ)
চূড়ান্ত প্রতিবেদন

নভেম্বর' ২০১৬

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ)

অভ্যন্তরস্থ বিষয়বস্তুর তালিকা

ক্রম.নং		বিষয়বস্তুর নাম
শব্দ সংক্ষেপ		
সার-সংক্ষেপ		
১।	ভূমিকা	
	১.১	পটভূমি
	১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য
	১.৩	এসইভিসিডিএফ গবেষণা পদ্ধতি
২।	কর্মপন্থা (নীতি) ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো	
	২.১	ভূমিকা
	২.২	সামাজিক নীতি, সরকারি আইন ও প্রবিধানসমূহ
	২.২.১	সাংবিধানিক অনুশাসন
	২.২.২	১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অডিন্যান্স
	২.২.৩	অন্যান্য প্রাসংগিক এ্যাক্টসমূহ
	২.২.৩.১	জাতীয় ভূমি ব্যবহার পলিসি-২০০১
	২.২.৩.২	পূর্ব বাংলা ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সালের ১৫নং এ্যাক্ট)
	২.২.৩.৩	বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬
	২.২.৩.৪	শিশু বিষয়ক আইন
	২.২.৩.৫	মহিলা বিষয়ক আইন
	২.৩	বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত বাস্তবায়ন পলিসি ও নির্দেশনা
	২.৩.১	Component 2 investment এর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের প্রায়োগিক পলিসি
	২.৩.২	অনৈচ্ছিক (অপি/বিপি ৪.১২) স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থাকরণ
	২.৩.৩	গণশুনানী ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক গণ পরামর্শ ও উন্মোচন চাহিদা
	২.৩.৩.১	পরামর্শ
	২.৩.৩.২	উন্মোচন/ দৃষ্টিগোচরকরণ
৩।	প্রকল্পের বিবরণ	
	৩.১	প্রকল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ
	৩.২	প্রকল্পের বর্ণনা
	৩.২.১	প্রকল্পের উপাদানসমূহ
	৩.২.১.১	উপাদান(১) ঃ অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ, ভারত ও ভূটানের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান প্রধান স্থলবন্দরগুলির আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের পদ্ধতি ও কার্যপ্রনালী
	৩.২.১.২	উপাদান(২)ঃ বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমন্বয় ও উৎপাদনে ক্ষমতা বৃদ্ধি (বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত WTO সেল)
	৩.২.১.৩	জাতীয় Single Window বাস্তবায়ন ও কাস্টম আধুনিকায়ন সমৃদ্ধিকরণ (ইউ,এস ৬৭ মিলিয়ন ডলার)
	৩.২.২	স্থল বন্দরসমূহের প্রস্তাবিত উন্নয়ন
	৩.২.৩	ভোমরা স্থলবন্দরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন
	৩.২.৩.১	বিদ্যমান সুবিধাদি
	৩.২.৩.২	প্রস্তাবিত সুবিধাদি
	৩.২.৪	নতুন শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন
	৩.২.৪.১	বিদ্যমান সুবিধাদি
	৩.২.৪.২	প্রস্তাবিত সুবিধাদি
	৩.৩	সীমান্তে বিদ্যমান বাস্তবায়ন এজেন্সী ও অন্যান্য এজেন্সীসমূহ

	৩.৪	বাস্তবায়নের সময়সূচী
	৩.৫	স্থলবন্দর সমূহ- সার্বজনীন ও সাধারণ নীতিসমূহ
	৩.৫.১	পরিচালনা পন্থা
	৩.৫.২	কার্য প্রণালী
	৩.৬	স্থলবন্দর- অবকাঠামোগত চাহিদা-ভূমির চাহিদা
৪।	আর্থ-সামাজিক বেজলাইন	
	৪.১	প্রস্তাবনা
	৪.১.১	অর্থনীতি/অর্থ
	৪.১.২	নদী
	৪.১.৩	জলবায়ু
	৪.১.৪	কৃষি
	৪.১.৫	শিল্প
	৪.২	সাব-প্রজেক্টের অবস্থান সম্পর্কে তথ্যাদি
	৪.২.১	ভোমরা স্থলবন্দর
	৪.২.১.১	অবস্থান
	৪.২.১.২	ট্রাফিক
	৪.২.১.৩	বিদ্যমান বৈশিষ্টসমূহ
	৪.২.১.৪	চলমান উন্নয়ন পরিচালনাসমূহ
	৪.২.২	শেওলা স্থলবন্দর
	৪.২.২.১	অবস্থান
	৪.২.২.২	ট্রাফিক
	৪.৩	জেন্ডার ইস্যু
	৪.৪	পরামর্শসমূহ
	৪.৪.১	পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্য
	৪.৫	প্রকল্পের প্রভাব
	৪.৫.১	প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা
৫।	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও অরক্ষিত মানবগোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো (এসইভিসিডিএফ)	
	৫.১	প্রস্তাবনা
	৫.১.১	ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক মানবগোষ্ঠীর সহিত পরামর্শ ও অংশগ্রহণ
	৫.১.১.১	নেতিবাচক গুণাবলি
	৫.১.২	বাস্তবায়ন কৌশল
	৫.১.২.১	বেজলাইন জরীপ
	৫.১.২.২	এস,ই কমিউনিটি
	৫.১.২.৩	কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ
	৫.১.২.৪	সামাজিক সহায়তা
	৫.১.৩	সমধর্মিতা
	৫.১.৪	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা
	৫.১.৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন

টেবিলের তালিকা

টেবিল- ১	ঃ	পরিচালনা কৌশল
টেবিল- ২	ঃ	ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য প্রস্তাবিত সুবিধাদির তথ্যাদি
টেবিল- ৩	ঃ	শেওলা স্থলবন্দরের জন্য প্রস্তাবিত সুবিধাদির তথ্যাদি
টেবিল- ৪	ঃ	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচী
টেবিল- ৫	ঃ	ভোমরা স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ (জুলাই/২০১৪ থেকে জুন/২০১৫ পর্যন্ত)
টেবিল- ৬	ঃ	শেওলা স্থল কাস্টম স্টেশনে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ
টেবিল- ৭	ঃ	রামগড় ও থেগামুখে এফডিজি এর সার-সংক্ষেপ

চিত্রের তালিকা

চিত্র- ১	ঃ	বর্তমান ভোমরা স্থলবন্দর এবং উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা
চিত্র- ২	ঃ	শেওলা স্থল বন্দরের প্রস্তাবিত নকশা
চিত্র- ৩		ভোমরা স্থলবন্দরের অবস্থান
চিত্র- ৪		প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরের অবস্থান

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকাঃ

প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প-১' বাস্তবায়নের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে স্থলবন্দরের উন্নয়ন সাধন। প্রকল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিক কাজে সময় ও খরচ বাঁচানো এবং বাণিজ্যিক কাজে অবকাঠামো ও শর্তাদির উন্নয়ন। সেইসঙ্গে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কোরিডোরের উন্নয়ন সাধন। এই প্রকল্পের প্রধান উপাদানগুলো হলোঃ

অংগ-১ঃ ভারত ও নেপালের সাথে বাণিজ্যের জন্য অত্যাবশ্যক প্রধান প্রধান স্থলবন্দরের সাথে সংযোগ বৃদ্ধিকল্পে অবকাঠামো, পদ্ধতি ও কার্যপ্রনালী আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ। এই অংগটি গঠিত হয়েছে- (a) স্থলবন্দরের অবকাঠামো, (b) স্থল বন্দর আধুনিকায়ন/ পদ্ধতি ও দক্ষতার উন্নয়ন (c) স্থলবন্দরের সাথে সংযোগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা বৃদ্ধিকল্পে গবেষণা ও প্রস্তুতি ও কার্যকলাপ।

অংগ-২ঃ বাণিজ্যের সমন্বয় সহায়তা এবং মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুবিধা। এই অংগটি গঠিত হয়েছেঃ (a) আন্তঃমন্ত্রণালয় জাতীয় ব্যবসা এবং ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদানে কমিটিকে সমর্থন করা; (b) মহিলা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর উন্নয়সাধন।

অংগ-৩ঃ জাতীয় Single Window বাস্তবায়ন ও কাস্টমস আধুনিকায়নের জন্য শক্তিশালীকরণ (National Single Window Implementation and Strengthening Customs Modernization).

সামাজিক প্রভাব নির্ধারণঃ

অংগ নং-১ যেটি ভারত ও নেপালের সাথে বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক প্রধান প্রধান স্থল বন্দরের সাথে সংযোগ বৃদ্ধিকল্পে অবকাঠামো, পদ্ধতি ও কার্যপ্রনালী আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ এর একটি বিস্তৃত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে Resettlement Plan শেওলা স্থলবন্দরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে Resettlement Policy Framework প্রস্তুত করার কারণ (a) সকল প্রাসংগিক সামাজিক বিষয়গুলোকে প্রস্তাবিত সহযোগী অংগ অথবা Sub-Project এর সাথে একই ধারায় আনা হয়েছে। এটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে কি কি নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে প্রধান কার্যাদির জন্য যেটির বাস্তবায়ন দরকার কোন সুনির্দিষ্ট উপপ্রকল্পের SIA প্রস্তুত করতে। RPF প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয়েছে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পর্যালোচনা পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পরামর্শ এবং অবকাঠামো প্রস্তুতি। এই আরপিএফ- টি ৩টি অংগের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের ক্ষেত্রে।

নিয়ম-নীতির কাঠামোঃ

বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন আইনের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কমিটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণমূলক কোন জাতীয় পলিসি বাংলাদেশে নেই। যাহোক, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশের সংবিধানে কিছু অধিকার সংরক্ষিত আছে। অন্যান্য প্রাসংগিক আইনগুলি হলো জাতীয় ভূমি ব্যবহার বিধি-২০০১, বাংলাদেশ শ্রম বিধি, ২০০৬ ইত্যাদি।

বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ গুলোর মধ্যে সামাজিক অনৈচ্ছিক দৃষ্টিকোন পুনর্বাসনের সুত্রপাত। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের কারণে সৃষ্ট দারিদ্রদূরিকরণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও নিরসনের রক্ষাকবচ এই পলিসির মধ্যে রয়েছে। সামাজিক রক্ষাকবচের দৃষ্টিকোন থেকে সৃষ্ট অন্যান্য পলিসিগুলো হলো বিশ্বব্যাংকের গণসুপারিশ ও উন্মোচন চাহিদা অন্যতম।

প্রকল্পের সামগ্রিক অবস্থা ও উপাদানসমূহঃ

স্থল বন্দর সুবিধাদি যেটি তৈরী করতে হবে তা হলো গাড়ী রাখার জায়গা (প্রয়োজন হলে), Transport loading bays (প্রয়োজন হলে), অতিরিক্ত Trans-loading এলাকা Allowing back-to-back-Transshipping without docking area- 2.8.1

সুবিধাগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে মহিলাদের সুবিধাগুলো অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেমন- মহিলাদের জন্য প্রক্ষালন সুবিধা, মহিলাদের জন্য আলাদা বিশ্রাম কক্ষ। অন্যান্যদের জন্য একই সুবিধা, সকলের জন্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা, সকল টার্মিনালে মহিলাদের জন্য আলাদা কাউন্টার, বিশ্রাম কক্ষ। প্রক্ষালন সুবিধা, সামর্থ লোকজনের জন্য উপর তলায় উঠতে সিঁড়ির পরিবর্তে ঢালু পথ ইত্যাদির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সকল স্থল বন্দরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আর্থ-সামাজিক বেজলাইনঃ

বাংলাদেশের অবস্থান উত্তরে ২০° ৩৪′ এবং ২৬° ৩৮′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং পূর্বে ৮৮°১′ এবং ৯২°৪১′ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। বাংলাদেশের স্থলসীমা ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: এবং জলসীমা ১৩৩৯১০ বর্গ কি:মি:, উপকূল এলাকা ৫৮০ কি.মি.। বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ যথা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট। ৬৪টি জেলা এবং ৪৮৭টি উপজেলা রয়েছে। প্রকল্প এলাকা ঢাকাসহ ১০টি জেলা ও ১৭টি উপজেলায় বিস্তৃত। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটির উপরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫৯%। পুরুষ শিক্ষার হার ৫০% এবং মহিলা ৪৬%। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা যার হার ৮৬.৬%, হিন্দু ১২.১%, বৌদ্ধ ০.৬%, খ্রিষ্টান ০.৪% এবং অন্যান্য ০.৩%। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর দিক দিয়ে বাঙালী ৯৮%, অন্যান্য নৃগোষ্ঠী ২%, যার মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরি, ত্রিপুরা এবং তনচংগা। বর্তমানে জিডিপি ১১০০ মার্কিন ডলার। দারিদ্রসীমা ২৫% এর মধ্যে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো হলো, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র। বাংলাদেশ সমুদ্র স্তর থেকে ১২ মিটার (৩৯.৪ ফুট) উপরে এবং ধারনা করা হয় এই স্তর ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে প্রায় ১০% ভূমি প্লাবিত হবে। এখানকার তাপমাত্রা শীতকালে ১১° সেঃ- ২০° সেঃ (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী) এবং গ্রীষ্মকালে ২১° সেঃ- ৩৮° সেঃ (মার্চ-সেপ্টেম্বর)। জুন-আগষ্ট মাস পর্যন্ত সময়ে বৃষ্টিপাত ১১০০ মি.মি.-৩৪০০মি.মি.। বাতাসে আদ্রতা সর্বোচ্চ জুলাই মাসে ৯৯% এবং সর্বনিম্ন ৩৬% (ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে)।

বাংলাদেশের প্রধান ফসল হলো- ধান, পাট, গম, ইক্ষু, চা, ডাল, সরিষা, আলু, শব্জি এবং প্রধান শিল্প হলো গার্মেন্টস, চামড়া, পাট কেমিক্যাল, সার, চিংড়ী প্রক্রিয়াজাতকরণ, চিনি, কাগজ, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স, ঔষধ ও মাছ চাষ।

নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের অন্য জায়গার মত প্রকল্প এলাকাতেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকার বিষয়টি অস্বীকৃত থেকে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় মহিলাগণ ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পায় না। উপরন্তু পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নগণ্য। অপরদিকে, উন্নত যোগাযোগ, পরিবহন, ব্যবসা তাদের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই মনে করেন যে, প্রকল্পটি শিক্ষা ছাড়াও কর্মসংস্থানের বহুবিধ সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য দূর হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে। কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে মহিলারাও চিকিৎসা সুবিধা পাবেন এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

পরামর্শঃ

মাঠ জরীপ, সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা এবং জাতীয় পরামর্শ কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য ব্যাপক Resettlement Policy Framework (RPF) এর উন্নয়ন করা হয়। সকল সুবিধাভোগী ও সমাজের প্রতিনিধিরা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রশংসা করেন। অংশগ্রহণকারীদের উদ্বেগ ছিল ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের আয় বর্ধক কাজকর্ম, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় কি-না। গত ১০ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে ঢাকায় একটি জাতীয় Public Consultation Workshop অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় RPF বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়।

প্রভাব (ফলাফল)

স্থল বন্দরের জন্য প্রয়োজন ভূমি অধিগ্রহণ। ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় জমির মালিক, মালিক নয় এমন ব্যক্তি যেমন- অনুপ্রবেশকারী, বিনা অনুমতিতে জমি দখলকারী ও প্রজারা যারা জমি কৃষি, বাণিজ্য ও আবাসিক কাজে ব্যবহার করে। এই অধিগ্রহণ মানুষের জীবিকা অর্জনে ক্ষতিসাধন করে। এমনকি কোন কোন জায়গায় সাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির

ও ক্ষতিসাধন করে। অধিকন্তু চলাচলের অবকাঠামো যেমন রাস্তা, সরু রাস্তার ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ এগুলো প্রশস্তকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রধান সামাজিক প্রভাব হলো- জমি অধিগ্রহণ, পূনর্বাসন, জীবিকার ক্ষতিসাধন, নির্মাণকালীন সময়ে অসুবিধা ও বিড়ম্বনা, CPR এর প্রবেশের ক্ষতি এবং বাণিজ্য ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট খরচ। শেওলা স্থলবন্দরের একটি RAP প্রস্তুত করা হয়েছে। এই আরএপি-তে নিম্নলিখিত সামাজিক ব্যবস্থাপনা পন্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

- Resettlement Policy Framework (RPF) এর উন্নয়ন ও গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাব-প্রকল্পগুলো ব্যবহার করতে হবে। আরপিএফ টি SIA গবেষণা এবং RAP ও ARAP কাজের জন্য এই প্রকল্পের গাইড হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।
- স্থলবন্দরের নকশা ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার সাথে জীবিকার পুনর্বাসনের সমন্বয়সাধণ করতে হবে। নকশাতে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে হবেঃ
    - ✓ জীবিকাঃ দোকানদার ও ভোক্তাদের একীভূতকরণ;
    - ✓ মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা যেমন- আলাদা কাউন্টার, বিশ্রামাগার, স্যানিটেশন, আসন ব্যবস্থা ইত্যাদি;
    - ✓ বিকলাঙ্গদের জন্য সুযোগ-সুবিধা;
    - ✓ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের গতি অব্যাহত রাখা;
    - ✓ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও প্রভাব সনাক্তকরণের জন্য নকশা ও সাধারণ আয়োজন প্রস্তুত রাখা;
    - ✓ পরিষ্কার শিরোনামসহ RPF (Resettlement Policy Framework);
    - ✓ ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক ও অরক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কাঠামো;
    - ✓ দু:খ-দূদর্শা প্রতিবিধান কৌশল
    - ✓ জেন্ডার প্রধান ধারায় আনয়ন পরিকল্পনা
    - ✓ উন্মোচন: পুনর্বাসন পরিকল্পনা উন্মোচন।

<u>ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক ও অরক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কাঠামোঃ</u>

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে SEVCDF টি প্রস্তুত করা হয়েছেঃ

ক) ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর নৃতাত্বিক ও জন সংখ্যা তাত্ত্বিক বৈশিষ্টাবলি,

খ) বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান যেমন- পরিবার, ধর্ম, ভাষা এবং শিক্ষা এবং অন্যান্য দেশজ নিয়ামক এবং সামাজিক আচরণ (Social Stigmat),

গ) এই পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে স্থানীয় ঐতিহ্যগত নেতৃত্ব যেমন- হেডম্যান কারবারী, জেন্ডার বিষয়, বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সিভিল ও এনজিও,

ঘ) জমির মালিকানার ধরন এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট জীবিকা অর্জনের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা,

ঙ) বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক ভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাক প্রভাব,

চ) পর্যাপ্ত ও উপর্যুক্ত, পরামর্শ ও যোগাযোগ নিশ্চিত করা,

ছ) প্রকল্পের ইনপুট ও উপশম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

SEVCDF তৈরী করতে হবে প্রত্যেক গ্রামের জন্য যেখানে ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী থাকবে মোট গ্রামবাসীর ৫%। SEVCDF এর উদ্দেশ্য হলো-

ক) একটি উন্নয়ন পদ্ধতির বিকাশ ঘটানো যাতে থাকতে SEC এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মানবাধিকার রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করা।

খ) যাতে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় প্রতিকূল প্রভাবের কবলে পড়তে না হয় যেটির নিশ্চয়তা বিধান।

গ) অর্থনৈতিক সুফল আনয়নকারী কর্মসূচী গ্রহণ করা যেটি সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে উপযোগী।

সামগ্রিক ভাবে RPF এর হতে, ডকুমেন্টের এই অংশে যে সকল নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেগুলির নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রকল্পের সাব-কম্পোনেন্টের জন্য প্রয়োজন মাফিক পর্যাপ্ত পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এগুলি হবে OP 4.10 এর আওতায় Indigenous Peoples Planning Framework এর সদৃশ।

১.০ ভূমিকাঃ

১.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশ নতুন স্থলবন্দর নির্মাণ অথবা পুরাতন স্থলবন্দর সংস্কারের জন্য এক উচ্ছাভিলাষী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এটি Green Field প্রকল্প যেখানে কোন অবকাঠামো নেই। এটি থেকে শুরু করে বন্দরের বিদ্যমান সুবিধাদির সংস্কার কিংবা বিস্তৃতিকরণ যেমন- শেওলা ও ভোমরা এবং অন্যান্য বন্দর অথবা ব্যক্তি পর্যায়ে পরিচালিত সীমান্ত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নকশা তৈরীতে পরামর্শ প্রদান পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান বহুমূখী যোগাযোগ করিডোর এবং নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্বব্যাংক Recipient-Executed গ্রান্ট যোগান দিচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাধাগুলি দূর হবে এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। বিশ্বব্যাংকের এই গ্রান্ট প্রদানের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের আর্থিক, অর্থনৈতিক, কারিগরী, পরিবেশগত বিষয়ে সহায়তা দেয়া এবং সামাজিক রক্ষাকবচ অধ্যায়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান। যেমন-

১) অভ্যন্তরীন নৌ-পথের ড্রেজিং;

২) জাহাজ, নৌ-পরিবহনের উপকরণ, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক জলপথের উন্নয়ন সাধন;

৩) চট্টগ্রাম বন্দরে নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল তৈরী করা এবং কার্যকরণ দক্ষতা বৃদ্ধি;

৪) মংলা বন্দরের জন্য নির্ধারিত যন্ত্রপাতি এবং কার্যকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো;

৫) রাস্তার বিস্তৃত সংযোগ এবং অভ্যন্তরীণ জলবায় খুজে বের করা যাতে চট্টগ্রাম বন্দর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলাসমূহ এবং NE India-র সাথে যোগাযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা এবং

৬) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সীমান্ত চৌকির উন্নয়ন সাধন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ৩য় দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এমনকি প্রতিবেশী দেশ যেমন- ভারত, নেপাল, মিয়ানমার ইত্যাদির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটবে।

১.২ সমীক্ষার উদ্দেশ্যঃ

এ সমস্ত সমীক্ষা পরিচালিত হয় বাংলাদেশের স্থলবন্দরের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা তৈরী করতে। এ সমীক্ষার মধ্যে রয়েছে ভোমরা ও শেওলা স্থল বন্দর যা ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষা। এই সমীক্ষার মধ্যে রয়েছে-

(১) প্রত্যাশিত ট্রাফিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং বর্ডার স্টেশনের প্রাথমিক পরিচালনা এবং পরবর্তী ৫ বছরের জন্য তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মূল্যায়ন।

(২) Staffing Matrix রচনার পর জায়গার চাহিদার মূল্যায়ন। এর মধ্যে দেখানো হয়েছে অবস্থানের সংখ্যা, ডিউটির সময়, অফিসে কতটুকু জায়গা প্রয়োজন, নিয়ন্ত্রণ অবস্থান, বিশেষায়িত সুবিধাদি, আবাসন এবং জনবল সুবিধা ইত্যাদি।

(৩) বিভিন্ন শ্রেণীর ট্রাফিক, কাস্টমের ভূমিকা, অন্যান্য বর্ডার এজেন্সী ইত্যাদি পরিচালনার জন্য একটি Flow Chart.

(৪) ট্রাফিক ফ্লোজ এবং বিভিন্ন কাজ ও উহাদের অবস্থান দেখিয়ে Diagram তৈরী। জায়গার চাহিদা নিরূপণ করতে হবে ট্রাফিকের Estimate অনুযায়ী। এর সাথে বিস্তৃতকরণের সুযোগও থাকতে হবে।

(৫) স্থল বন্দরের জন্য বিস্তারিত ডিজাইন এবং বিভিন্ন অবকাঠামোর Estimated Cost এবং দরপত্রের কাগজপত্র।

(৬) সহ অবস্থান, পাশাপাশি অবস্থান এবং অন্যান্য Models দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত ব্যবস্থাবলীর জন্য বিবেচনায় নিতে হবে।

(৭) প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের জন্য Drafting Initial Environmental Evaluation (IEEs), Environmental Impact Assessment (EIAs), and Environmental Management Planning (EMPs) তৈরী করতে হবে।

(৮) Draft Social Impact Assessment (SIAs), Resettlement Policy Framework (RPF), Resettlement Action Plan (RAPs) এবং স্থল বন্দরের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী স্বদেশী/ট্রাইবাল লোকদের উন্নয়নের পরিকল্পনা/প্রস্তাবিত কাজের জন্য বড় বড় সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শের বিষয় এই সমীক্ষায় স্থান পায়। এতে থাকতে তাদের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব, ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সমীক্ষার কাজ চূড়ান্ত করার আগে প্রধান প্রধান সুবিধাভোগীদের সাথে খসড়া নকশার অনুমোদন গ্রহণ।

১.৩ SEDCDF সমীক্ষা Methodology:

এই RPF টি বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। RPF টি প্রস্তুতকালে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়ঃ

- প্রকল্পের বিস্তৃত পর্যালোচনা এবং স্থানীয় লোকজনসহ বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা সভা;
- Policy ও Regulatory চাহিদা নিয়ে পর্যালোচনা;
- বিনিয়োগ স্থানের চিহ্নিত প্রস্তাবিত প্রাথমিক জরীপ কাজে মাঠ পরিদর্শন এবং প্রাথমিক Scoping and Surveying;
- এই পরির্দশনের উদ্দেশ্য সামাজিক প্যারামিটার ও aspects নির্ধারণ যার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যাদির মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে;

- মাধ্যমিক লিটারেচার রিভিউ এর মাধ্যমে বেজলাইন সামাজিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- সুবিধাভোগী যাদের মধ্যে রয়েছে উপকারভোগী ও ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা এবং এর মাধ্যমে পরামর্শ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- সুপ্ত শক্তির প্রাথমিক নিরূপন এবং প্রকল্পে সম্ভাব্য প্রভাব;
- সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করা;
- বর্তমানে SEVCDF এর সংকলন।

২.০ Policy and Regulatory Framework:

২.১ ভূমিকাঃ

এই অধ্যায়টিতে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত আইন, রেগুলেশন ও পলিসি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, রেগুলেশন ও পলিসিগুলো আলোচনা করা হয়। এই সমস্ত বিষযের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি পরিবর্তন/সংশোধন হলে প্রয়োজনবোধে হালনাগাদ করতে হয়।

২.২ বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক পলিসি, আইন ও রেগুলেশনসঃ

বাংলাদেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমির প্রয়োজন হয়। ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে এ কাজটি করা হয়ে থাকে। ভূমি অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। প্রকল্প গুলির নকশা প্রণয়ন, প্রাক্কলন তৈরী ও বাস্তবায়ন সরকারের বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় হয়ে থাকে। কোন এলাকার জমি/ সম্পত্তি জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে সরকার বিদ্যমান আইন ও রেগুলেশনের আওতায় যেটি অধিগ্রহণ করে থাকে। সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন আইন ১৯৮২ সালের (Ordinace II of 1982) এর অধীনে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পাদিত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ১৮৯৪ সালের আইন, ১৯৪৭- ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বলবৎ সকল আইনকে প্রতিস্থাপিত করে ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত "অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন আইন, ১৯৮২" চালু করা হয়। এই আইনটি ছাড়াও পার্বত্য জেলা সমূহের আঞ্চলিক আইন, Chittagong Hill Tracts Regulation Act, 1900 and CHT (Land Acquisition) Regulation, 1958 প্রযোজ্য হবে। প্রথম আঞ্চলিক আইনগুলি দ্বারা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চরের প্রশাসনিক গঠন কাঠামো, রাজস্ব আদায়, ভূমি প্রশাসন, ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান সমূহের যেমন- সার্কেল প্রধান, হেডম্যান ইত্যাদির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের আইনগুলির আওতায় ১৯৫৮ সালে কাপ্তাই বাঁধ তৈরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজটি করা হয়। জমি অধিগ্রহণের এই কাজটি ছিল সরকারের কর্তৃত্ব প্রকাশের একটি সুস্পষ্ট নজির এবং এটি এখনো জমি অধিগ্রহণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত হাতিয়ার।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর উপর কিরূপ সামাজিক প্রভাব পড়ে সেটি নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশে কোন জাতীয় পলিসি গঠিত হয়নি। যাহোক, ১৯৮২ সালের ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন আইনে অধিগ্রহণকৃত এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অধিকার রক্ষার বিষয়ে রক্ষাকবচ দেয়া হয়নি তবে বাংলাদেশ সংবিধানে

কতকগুলো অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের আইন ও প্রবিধানের কাঠামোর অধীনে বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

২.২.১ সাংবিধানিক ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে রক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলো যা রাষ্ট্র কর্তৃক কোন কাজের জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার পূনর্বাসন এবং সাধারণ নির্দেশনাকে নির্দেশ করে। সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- আইনগত দখল অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সকলের অধিকার রয়েছে। এর অর্থ হলো এই অধিকার ভোগে কেউ বাধা দিতে চাইলে (ক) বাধা দেয়া যাবে না, (খ) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিরপূরণের জন্য সম্পূরক ব্যবস্থা থাকতে হবে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পুনরায় সেটেলমেন্টের ব্যবস্থাকরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ স্পষ্টত: সংবিধানের উল্লেখিত সম্পূরক আওতার মধ্যে পড়ে। যাহোক, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২, উপ-অনুচ্ছেদ (২) তে বলা হযেছে- ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত হলে সে ব্যাপারে আদালতে মামলা করা যাবে না। বিশ্বব্যাংকের OP 4.12 Involuntary Resettlement এ বলা হয়েছে- প্রত্যেক সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি তার আপত্তির সমাধানের জন্য প্রকল্পের Grievance mechanism এর কাছে আদালতে যাওয়ার পূর্বে যেতে পারবে। অভিযোগ, সমাধান প্রক্রিয়া এবং ফলাফল ইত্যাদি পুনর্বিবেচনা করা হবে প্রকল্প প্রস্তাবক/ ব্যাংকের নিকট। বিরোধ নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিরোধীয় সম্পত্তির প্রদেয় অর্থ প্রদান বন্ধ থাকবে।

২.২.২ ১৯৮২ সালের অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অডিন্যান্সঃ

বাংলাদেশে জমি অধিগ্রহণের প্রধান হাতিয়ার হলো ১৯৮২ সালের অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন আইন (Ordinance II of 1982) সেই সঙ্গে ১৯৯৪ সালে ঘোষিত কিছু সংশোধনী। এর সাথে বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভূমি আইন এবং প্রশাসনিক ম্যানুয়াল। উক্ত অডিন্যান্স মোতাবেক সরকারের নিকট যদি কোন এলাকার কোন জমি সরকারি স্বার্থে প্রয়োজন হয় বা হতে পারে সেক্ষেত্রে উহা অধিগ্রহণ করতে পারে। তবে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির মধ্যে ধর্মীয় প্রার্থনার জায়গা, কবরস্থান, শ্মশান অধিগ্রহণ করা যাবে না। ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স মতে অধিগ্রহণর কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। তারা স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণকৃত জমি ও মূল্যবান সম্পদের মূল্য প্রাপ্য হবেন। অধিগ্রহণকৃত এলাকায় অবস্থিত শস্য, গাছপালা ও বাড়ী ঘরের মূল্যও পাবেন। সেই সঙ্গে অন্য কোন ধরণের ক্ষতি হলে সেটির মূল্য পাবেন। জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ জমির/ সম্পদের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। Land Acquisition Officer (LAO) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ কাজটি করে থাকেন। পরবর্তীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) ও তার পরে জেলা প্রশাসকের সম্মতিতে অধিগ্রহণ কাজটি সম্পন্ন হয়। সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরুর ১২ মাস আগের নিকটতম জমির ক্রয়/বিক্রয় মূল্য সংগ্রহ পূর্বক কমপক্ষে ন্যূনতম ৩টি দলিলের ক্রয়/বিক্রয় মূল্য গড় করে সরকারের নির্ধারিত প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য সুবিধা যোগ করে জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ কাজে আরো যে সমস্ত সরকারী বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলো হলো- (১) গণপূর্ত বিভাগ, (২) বন বিভাগ, (৩) কৃষি বিভাগ, (৪) মৎস বিভাগ। জমি রেজিষ্ট্রেশনের সময় দলিল গ্রহীতার পক্ষ

থেকে স্ট্যাম্প ফি কম দেওয়ার লক্ষ্যে জমির মূল্য কম দেখিয়ে থাকে। এতে জমি বিক্রেতাও আপত্তি করেন না। সে কারণে জেলা প্রশাসন জমি অধিগ্রহণের যে মূল্য নির্ধারণ করেন সেটি বাজার দর থেকে সাধারণত কম হয়ে থাকে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ কাজটি দেখ-ভাল করে থাকে। এই মন্ত্রণালয় কিছু কিছু ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের অধিন করে থাকে। ভূমি মন্ত্রণালয় উক্ত অর্ডিন্যান্সের আওতায় জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের অর্পন করে থাকে। কোন প্রকল্পের প্রস্তাবিত এলাকার মধ্যে যদি খাস জমি ও ব্যক্তিগত জমি পড়ে তাহলে খাস জমিটি প্রথমে অধিগ্রহণ করতে হবে। যদি প্রকল্পটির জন্য শুধু খাস জমির প্রয়োজন হয় তাহঠে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৫০ Standard bigha জমি অধিগ্রহণ করতে পারেন। ৫০ বিঘার উপরে অধিগ্রহণ করতে হলে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহন করতে হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করবেন। এই আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ পেতে হলে জমির মালিককে মালিকানার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানে/ জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে জমির দলিল, খাজনা পরিশোধের হালনাগাদ দাখিলা, জমি রেকর্ড হয়ে থাকলে আরএস রেকর্ডের পর্চা ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।

২.২.৩ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনঃ

২.২.৩.১ জাতীয় ভূমি ব্যবহার পলিসি, ২০০১

২০০১ সালে সরকার জাতীয় ভূমি ব্যবহার পলিসি গ্রহণ করে। এই পলিসির প্রাসংগিক বৈশিষ্টগুলি হলোঃ

ক) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ক্রম হ্রাসমান আবাসযোগ্য জমির হ্রাস বন্ধ করা;

খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে ভূমি ব্যবহার হচ্ছে কি না সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখা;

গ) ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ভূমিহীন ব্যক্তির সংখ্যা কমানো এর ফলে দারিদ্র দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা;

ঘ) প্রাকৃতিক বন রক্ষা, নদী ক্ষয় রোধ এবং পাহাড় কাটা কমানো;

ঙ) ভূমি দূষণ রোধ

চ) সরকারী ও বেসরকারী নির্মাণ কাজে ভূমির সর্বনিম্ন ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২.২.৩.২ পূর্ব বাংলা ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫১ (Act, XV of 1951)

পূর্ব বাংলা ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫১ (Act, XV of 1951) এর আওতায় Diluvion Land (নদী ভাংলে বিলুপ্ত) এবং এর চর পড়ে সৃষ্টি (Alluvion land) হওয়া জমির মালিকানা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই আইনের ৮৬, ৮৭, ৮৮ এবং ৮৯ ধারা মতে- ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে নদী গর্ভে বিলীন হওয়ায়

ভূমি যদি ৩০ বছরের মধ্যে জেগে উঠে তাহলে মূল মালিক জমি দাবী করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ৬০ বিঘার উপরে হতে পারবে না। ভূমি যদি প্রাকৃতিকভাবে জেগে না উঠে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয় তাহলে এই ভূমির মালিক হবে সরকার। এই ভূমির দখল সম্পর্কে কালেক্টর নোটিশ দেয়ার ১২ মাস পর Cost of Alluvion এ কোন মামলা করা যাবে না। নদী বা সমূদ্র থেকে যদি জমি উত্থিত হয় অর্থাৎ চর পড়ে এবং এটি কখনো ব্যক্তি পর্যায় থেকে দাবী করা হয়নি, সেক্ষেত্রে সরকার ভূমির দখলকার হবে। নদীতে যে রেখা diluvion ভূমি চিহ্নিত করে সেটি alluvion-diluvion (AD line) বলে জেলা প্রশাসককে এক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা এবং ঘোষণা দিতে হবে। AD লাইনে নদীর তীরের ভূমি সরকারী এবং সমতলের জমি রেকর্ডীয় মালিকানার আওতায় থাকবে।

২.২.৩.৩ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

এই আইনটি পেশাগত অধিকার ও কারখানা শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত। শান্তিপূর্ণ এবং যুক্তি সংগত কাজের পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধানও এই আইনের আওতাভূক্ত। এই আইনের ৬ নং অধ্যায়ে বিষ্ফোরক ও দাহ্যকণা/ গ্যাসের ব্যাপারে নিরাপত্তা সর্তকতা, চোখের নিরাপত্তা, আগুন থেকে রক্ষা, ক্রেন ও অন্যান্য উত্তোলন মেশিন, অতিরিক্ত ওজনের জিনিস উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোনা করা হয়েছে। ৮নং অধ্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা বিষয়ক রেকর্ড বহির সংরক্ষণ, বাচ্চাদের কক্ষ, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, যৌথ বীমা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিষয়ক আলোচনাঃ

১৯০০ সালের CHT রেগুলেশন। এটি CHT ম্যানুয়াল নামেও পরিচিত। অদ্যাবধি এই আইনটি হলো গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সূত্র এবং এটি থেকে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো, ভূমি প্রশাসন, রাজস্ব আদায়, ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (যেমন প্রধান চীফ ও হেডম্যান) এবং বিচার ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে ট্রাইবুনাল বিচার ব্যবস্থা। এই আইনটি প্রবর্তনের পর থেকে বহুবার সংশোধন হয়েছে কিন্তু এটি এখনো প্রধান সূত্র হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

বন আইন, ১৯২৭ (২০০৩ সালের সংশোধনীসহ)

দেশের বন প্রশাসনের উপর এটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এটি ১৮৭৬ সালে প্রণীত আইনের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয় এবং এটি ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়। CHT এর জন্য এই মাধ্যমে বলা হয়েছে বনাঞ্চলের ২৫% Reserve and Protected বন হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এ ক্ষেত্রে অশ্রেণী বিন্যাসকৃত বনভূমি থাকবে ৬০%।

বাজার তহবিল রুল, ১৯৩৬

মার্কেট (হাট ও বাজার) ব্যবস্থাপনা/ প্রশাসন বিষয়ে বৃটিশ কর্তৃক রুল প্রণীত হয়েছিল। এটি এখনো বলবৎ রয়েছে। এর মাধ্যমে বাজার এলাকায় ভূমি ব্যবস্থাপনারও রুল প্রণীত হয়।

CHT (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন, ১৯৫৮

এই রেগুলেশন CHT ১৯০০ আইনের কতকগুলি ধারার প্রতিস্থাপন ঘটায়। এটা গৃহীত হয়েছিল কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের প্রাক্কালে CHT এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণে সরকারের কর্তৃত্ব স্পষ্টীকরণের জন্য। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণে এটি এখনো অতীব গুরুত্বপূর্ণ আইনী হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়।

HDCs (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি) Act, 1998 ঃ এই আইনের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে- বর্তমানে বলবৎ আইনে যে কথাই লিখা থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা সীমার মধ্যে কোন ভূমি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এবং এ ধরণের ভূমি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা নয় এমন কোন ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে না- Protected এবং Reserve বনাঞ্চলে, কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি প্রকল্পে, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে, সরকার কিংবা জনস্বার্থে ভূমি হস্তান্তরিত হলে, ভূমি ও বন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হলে। বস্তুত এই আইনটি কদাচিত প্রয়োগ হয়।

CHT চুক্তি, ১৯৯৭ঃ

এই আইনের আনুষ্ঠানিক আইনগত অবস্থান নেই। তবে, এই চুক্তির মাধ্যমে চট্টগ্রামের বিবাদের সমাপ্তি ঘটে। সে জন্য এটিকে প্রকৃত লিগ্যাল দলিল হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ এর মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট পন্থা দেয়া হয়েছে।

CHT ভূমি কমিশন, ২০০১ঃ

পার্বত্য এলাকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি থেকে সৃষ্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই আইন। এই কমিশন এখনও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ এই কমিশনের লিগ্যাল টেক্সেট এর কতকগুলি ধারার ব্যবহারে সরকার ও CHT আঞ্চলিক কাউন্সিলের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যাহোক, এই মতানৈক্য দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই আইনে পরিনথ করা হবে।

CHT Regional Council Act, 1998:

Regional Council হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ। এই অঞ্চলের বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থার জন্য বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য এটা দরকার। যাহোক, দূর্বল প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে এটি খুড়িয়ে চলছে।

২.২.৩.৪ শিশু সম্পর্কিত রেগুলেশন ১৯৩৮ সালের শিশু কর্মসংস্থান আইন

এই আইন ১৫ বছর কিংবা তদুর্ধ শিশুরা রেলওয়ে কারখানা এবং বন্দরে মালামাল স্থানান্তরের কাজে নিয়োজিত হতে পারবে। এই আইনের আওতায় ১৫-১৭ বছরের শিশুরা নৈশ শিফটে কাজ করতে পারবে পরবর্তীতে ১৩ ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে এবং তত্ত্বাবধানকালী ব্যক্তি ১৮ বছরের নিচে হবে না। এই আইনের আওতায় ১২ বছরের নীচের কেহ ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় কাজ করতে পারবেন না।

১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরী আইন

এই আইনে ১৪ বছরের নীচে শিশুদের ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে বারিত করেছে। ফ্যাক্টরী বলতে এখানে ১০ জন লোক এক জায়গায় কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে। এটিতে শিশুদের জন্য বেশ কিছু নিরাপত্তামূলক পন্থা সংযোজন করেছে যাতে কোন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ মেশিন কিংবা কাজে ব্যবহৃত না হয়। এখানে শিশুদের ভারী মালামাল উত্তোলনের বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনঃ

এই আইনে দোকান/প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- এখানে ৫ জন কিংবা ততোধিক কর্মচারী কাজ করবে। এই প্রতিষ্ঠানে ১২ বছরের নীচে শিশুদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তবে কাজের সময় প্রতিদিন ৭ ঘন্টার বেশি হবে না।

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদে সব ধরণের বলপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ব্যত্যয় ঘটালে আইনের আওতায় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

জাতীয় মিশু শ্রম দূরীকরণ পলিসি ২০১০

এই পলিসির প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুদেরকে সব ধরণের শ্রম থেকে বারিত করে তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করা। তাদের শ্রমের মধ্যে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ কিংবা নিকৃষ্ট ধরণের শিশু শ্রম।

২০১৩ সালের শিশু আইন

১৯৭৪ সালের Children Act প্রতিস্থাপন করে Children Act-2013 প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের আইনটি জাতিসংঘ কনভেনশনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বর্তমানে বলবৎ এতদসংক্রান্ত আইনের আওতায় ১০ বছরের নীচে হলে শিশু বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশ ILO এর Minimum Age Convention এবং ILO Worst form of Child ... Convention অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশ UN Convention on the Rights of the Child অনুমোদন করেছে।

২.২.৩.৫ মহিলা সংশ্লিষ্ট রেগুলেশনঃ

বাংলাদেশে মহিলা ও নারী শিশু নির্যাতন নিবারণের জন্য বেশ কিছু আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং কিছু আইন তৈরী করা হয়েছে। এই আইনগুলির মধ্যে অন্যতম হল- যৌতুক নিরোধ আইন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিবাহ নিরোধ আইন, মহিলা ও শিশু নির্যাতন নিরোধ আইন।

মহিলা ও শিশু নির্যাতন নিরোধ আইন, ২০০০ এই আইনের আওতায় নির্যাতিত মহিলাদের জন্য মহিলা নির্যাতন নিরোধ সেল এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেল থেকে মহিলা ও শিশু নির্যাতনের বিষয়ে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ দেয়া হয়। উপরন্তু জেলা ও দায়রা জজ কে আইনগত ফি ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়।

পারিবারিক সহিংসতা (নিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ বাংলাদেশ সংবিধানে দেয়া বর্ণনার আলোকে পারিবারিক সহিংসতা থেকে রক্ষা করে মহিলা ও শিশুদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আইনটি প্রণীত হয়। এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য পারিবারিক সহিংসতা নিরোধ ও সুরক্ষা রুল ২০১৩ তৈরী করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব আইন (সংশোধিত), ২০০৯

২০০৯ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ মাতা কর্তৃক শিশুদের নাগরিকত্ব প্রদানের আইন পাশ করে।

ভ্রাম্যমান আদালত আইন, ২০০৯

ভ্রাম্যমান আদালতেদর মাধ্যমে বাংলাদেশ দন্ড বিধির ৫০৯ ধারা অন্তর্ভূক্ত করে মেয়েদের ও মহিলাদের ইভটিজিং ও যৌন হয়রানি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

মহিলা ও শিশু সহিংসতা নিরোধ আইন-২০০০, বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩, পারিবারিক সহিংসতা নিরোধ আইন-২০১০, বিদ্যমান প্রচলিত আইন।

UN Charter on Prevention of All forums of Discrimination to Women, 1979 এবং The Child Rights Charter, 1989 এগুলিতে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ।

২.৩ বিশ্ব ব্যাংকের পরিচালনা পলিসি ও নির্দেশনাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করে এবং এর প্রতিকারের জন্য অনেকগুলি রক্ষাকবচমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সারা বিশ্বে যাতে একই রকম বাস্তবায়ন কৌশল প্রয়োগ হয় বিশ্বব্যাংকের এই পলিসি সেটার নিশ্চয়তা বিধান করে। যদি রক্ষাকবচ পলিসি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রতিকারের পন্থা ও পরিকল্পনার অবশ্যই উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ব্যাংক থেকে অর্থায়নের নিমিত্তে যে সমস্ত প্রকল্প প্রস্তাব করা হয় সেগুলো বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করতে হবে- এটাই বিশ্বব্যাংকের প্রত্যাশা। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যাবে প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে এবং সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্যতাও স্থায়িত্ব পাবে কি-না। বাছাইকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণের সময় পরিবেশগত দিক এবং সামাজিক দিক বিবেচনায় নেয়া হয়। এই বিবেচনার মধ্যে রয়েছে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, স্বদেশী জনতার উপস্থিতি, সাংস্কৃতিক বৈভব ট্রাস-বাউন্ডারী ও বৈশ্বিক পরিবেশগত রূপ। বিশ্বব্যাংকের প্রাসংগিক ও প্রয়োগিক নিরাপত্তামূলক পলিসিগুলো পর্যালোচনা করা হয়। নিম্নে বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তামূলক পলিসিগুলোর বিষয়ে পর্যালোচনা করা হলো এবং এই প্রকল্পে সেগুলো প্রয়োগযোগ্য কি-না তা আলোচনা করা হলো।

২.৩.১ Component 2 invetstment এ বিশ্বব্যাংকের প্রয়োগযোগ্য পলিসিঃ

প্রকল্পের Component 2 এর উপ-প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রয়োগযোগ্য পলিসিগুলো ১ নং টেবিলে দেয়া হলেঃ

টেবিল নং-১ঃ বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পলিসি ও নির্দেশনা

নির্দেশনা	পলিসি	প্রকল্পের জন্য প্রয়োগযোগ্য
পরিবেশগত দিক মূল্যায়ন	OP/BP 4.01	Triggered
প্রাকৃতিক বাসস্থান	OP/BP 4.04	Triggered
স্বদেশী লোক	OP/BP 4.10	
শারীরিক সাংস্কৃতিক বৈভব	OP/BP 4.12	
অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন	OP/BP 4.12	
বন	OP/BP 4.36	Not triggered
পেস্ট ম্যানেজমেন্ট	OP/BP 4.09	Not triggered
বাঁধ রক্ষা	OP/BP 4.37	Not triggered
অ.....	OP/BP 7.5	Not triggered
বিরোধ পূর্ণ এলাকার প্রকল্প	OP/BP 7.80	Not triggered
তথ্য বাস্তবায়ন	OP/BP -	-

২.৩.২ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (OP/BP 4.12)

বিশ্বব্যাংকের অভিজ্ঞতা হল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন যদি অপ্রশমিত থেকে যায় তাহলে এটি প্রায়শ: প্রচন্ড অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টি করে; উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে; মানুষ দারিদ্রের কবলে পড়ে ফলে উৎপাদনশীল সম্পদ অথবা আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়; মানুষেরা পরিবেশের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় যখন

তাদের উৎপাদনশীল দক্ষতা কম প্রয়োগযোগ্য হয় এবং সম্পদের জন্য প্রতিযোগীতা অধিকতর হয়; সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্কগুলো দূর্বল হয়ে পড়ে; আত্মীয়-স্বজন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যায়; এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়, ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বে এবং পারস্পারিক সহযোগীতার সম্ভাব্যতা হ্রাস পায় অথবা নি:শেষ হয়। এই পলিসির মধ্যে রয়েছে দরিদ্রীকরণ ঝুঁকি মোকাবেল ও কমানোর রক্ষাকবচ।

পলিসিরি মূখ্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

- অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এড়িয়ে যেতে হবে;
- পুনর্বাসন এড়িয়ে যাওয়া সেখানে সম্ভব নয় সেখানে পুনর্বাসন কার্যাবলী গ্রহণ করে তা sustainable উন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে প্রকল্পের কারণে বাস্তচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সরবরাহ করতে হবে। এধরণের মানুষের সাথে অর্থবহ আলোচনা করতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
- বাস্তচ্যুত ব্যক্তিদের সাহায্য করতে হবে যাতে করে তারা মানসম্মতভাবে জীবনধারনের জন্য জীবিকা অর্জন করতে পারে।

২.৩.৩ বিশ্বব্যাংকের গণপরামর্শ এবং উন্মোচন চাহিদা

উন্নয়ন ক্রায়ক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মৌলিক গুরুত্বের প্রতি বিশ্বব্যাংক স্বীকৃতি ও অনুমোদন প্রদান করে। তদ্‌প্রেক্ষিতে ব্যাংকের কার্যাবলী উন্মুক্ত এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শককে এর কাজ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে।

২.৩.৩.১ পরামর্শঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি 'বি' শ্রেণীর প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতাকে সব ধরণের Stack holer দের সাথে কথা বলতে হয়। এদের মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এবং স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা। এদের কাছ থেকে প্রকল্পের পরিশোধিত এবং সামাজিক বিভিন্ন দিকের মতামত গ্রহণ করা হয়। ঋণ গ্রহিতাকে যত দ্রুত সম্ভব পরামর্শ গ্রহণের এই কার্যক্রমটি শুরু করতে হয়। 'এ' শ্রেণীর প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ গৃহিতার কমপক্ষে ২ বার পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। প্রথমত: পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদি পর্যালোচনা এবং ESIA এর জন্য কার্যপরিধি চূড়ান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে। দ্বিতীয়ত: ESIA এর খসড়া প্রতিবেদন তৈরীর পর পরই। অধিকন্তু ESIA সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যা তাদের ক্ষতিগ্রস্থ করে সেগুলো প্রতিকারের জন্য তাদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময় পরামর্শ করা প্রয়োজন।

২.৩.৩.২ Disclosure

সকল পুর্ন প্রকল্প এবং সকল উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার উচিত পরামর্শের আগে প্রকল্পের সব ধরণের তথ্য সময়মত সরবরাহ করা। গ্রুপের লোকজনের কাছে বোধগম্য হয় সে রকম ভাষায় অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সম্বলিত ঋণ গ্রহীতা প্রাথমিক পরামর্শের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করবেন। ঋণ গ্রহীতা

প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সহজে পৌঁছে এরকম ..... মাধ্যমে ESIA এর খসড়া পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এবং বেসরকারী সংস্থার প্রবিশাধিকার আছে। এমন জায়গায় সকল উপ-প্রকল্পের ESIA রিপোর্ট সরবরাহ করতে হবে। RPF ছাড়াও ESIA এর সার সংক্ষেপ এবং সকল উপ-প্রকল্পের RAP/ARAP বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। চটটগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের জন্য এই ডকুমেন্ট গুলির অনুবাদ/বর্ণনা-স্থানীয় জনগণের নিকট বোধগম্য ভাষায় করতে হবে। এই ডকুমেন্টগুলির বাংলা ও ইংরেজী কপি BLPA এর ওযেবসাইটে এবং প্রকল্পের সব অফিসে হার্ড কপি প্রেরণের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করতে হবে। এই উপ-প্রকল্পগুলির ব্যাপারে ব্যাংকের মুল্যায়নের সময় ESIA/RAP/ARAP প্রাপ্তি এবং ব্যাংকের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রস্তুত রাখতে হবে। RAP/ARAP এর সার সংক্ষেপের বাংলায় অনুদিত কপি প্রস্তুত রাখতে হবে। সেইসাথে RAP/ARAP এর ইংরেজী কপি। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভার্সনই মক্কেলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। উপ-প্রকল্প তৈরী তথা ESIA, DPR ও RAP প্রস্তুত করার সময় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ভোমরা ও শেওলা স্থলবন্দরে স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শগ্রহণ এবং গ্রুপ ভিত্তিক আলোচনা ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পরিকল্পিত উপ-প্রকল্পের জন্য ESIA পরিচালনার সময় পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে ESIA এবং RAP সম্বন্ধে জনগণ এবং উপকার ভোগীদের মতামত পাওয়া যাবে এবং এর ভিত্তিতে উত্তরোত্তর হালনাগাদ ডকুমেন্ট প্রস্তুত করতে হবে।

RPF এবং EMF প্রকাশ করতে হবে BLPA এর ওয়েবসাইটে এবং হার্ড কপি প্রেরণের মাধ্যমে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য প্রতিনিধিঃমূলক স্থান যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, RC, HDC, Circle Chiefs, Headman, Association, জেলা প্রশাসকসহ বিদ্যমান টার্মিনালসমূহে BLPA এর অফিসে এগুলো বিশ্বব্যাংকের Info shop এ প্রেরণ করতে হবে।

৩.০ প্রকল্পের বর্ণনা

৩.১ প্রকল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কাজে সময় বাঁচানো এবং খরচ কমানো, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং এর সাথে কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক পরিবহন করিডোরের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।

৩.২ প্রকল্পের বর্ণনাঃ

৩.২.১ প্রকল্পের উপাদানসমূহ

বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প-১ সংযোগ সহজীকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রকল্পটির ৩টি উপাদান রয়েছে। যেমনঃ

৩.২.১.১ উপদানা নং- ০১ঃ

ভারত ও ভূটানের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান প্রধান স্থল বন্দরগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য অবকাঠামো, পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীতে বিনিয়োগ (BLPA- Manged Component). এই উপাদানের মাধ্যমে

ভোমরা, শেওলা ও অনির্ধারিত আরও একটি বন্দরে বিনিয়োগ করা হবে। যদিও ভোমরা ২০১৩ সালে চালুকৃত একটি নতুন বন্দর, তথাপি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে এটি বেনাপোল বন্দরকেও ছাড়িয়ে গেছে। শেওলা হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে আসাম রাজ্যের সুতারকান্দি ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রধান সীমান্ত পারাপারের বন্দর। সম্প্রতি এটাতে প্রাথমিক সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। বিএলপিএ বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক বন্দর সুবিধা প্রদান করে এটির উন্নয়ন সাধন করতে চায়। এ বিষয়ে ভারত সরকারের সাথে আলোচনায় উক্ত বন্দরটি সহ আরও কয়েকটি স্থলবন্দর উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা চলমান আছে। অধিকন্তু, বেনাপোল স্থলবন্দরে নিরাপত্তা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য Perimeter Fence নির্মাণ ও গেট পাস সিস্টেম চালু করণ এবং Closed Circuit Camera (CCTV) স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.২.১.২ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষেত্র এবং উৎপাদনশীলতার সক্ষমতার উন্নয়নঃ

- অংগ- ২ (ক)ঃ মহিলা ব্যবসায়ী ও মহিলা উদ্যোক্ত উদ্বুদ্ধকরণের জন্য পরীক্ষামূলক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সমর্থন প্রদান (US $ 5.0 million)। এই উপ অংগের মাধ্যমে বাংলাদেশে মহিলা ব্যবসায়ী ও মহিলা উদ্যোক্তারা নিয়ন্ত্রণমূলক, সক্ষমতা বাড়ানো, দক্ষতা বৃদ্ধি, নেটওয়াকিং এবং অন্যান্য বিষয়ে যে ধরণের অসুবিধার সম্মূখীন হয়ে থাকেন সেটার নিরসন হবে। এই কাজগুরি WTO এর মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিচালনা করবে।

- অংগ- ২(খ) ঃ আন্তঃমন্ত্রণালয় জাতীয় ট্রেড এবং পরিবহন সহায়তা কমিটিকে সহায়তা প্রদান (US$ 1.0 million)ঃ বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল (BTP) ২০১৬ সালের মার্চ মাসে শুরু করা হয়। এই অংগ বিটিপি এর অধিক উন্নয়নে বিশেষত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটির প্রথম ৩ বছর বিটিপি কে এই উপাদান থেকে পরিচালনা ব্যয় দেয়া হবে। অত:পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকারী তহবিল থেকে পরিচালনা খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ করবে। এই অংগ থেকে বাণিজ্যের জন্য National Enquiry Point স্থাপন করা হবে। এটির মাধ্যমে WTO Trade Facilitation Agreement এর একটি অন্যতম শর্ত পূরণ হবে।

- অংগ-২(গ)ঃ বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল এর উন্নয়ন এবং বাণিজ্যের জন্য National Enquiry Point স্থাপন।

৩.২.১.৩ অংগ-৩ঃ National Single Window Implementation and Strengthenning Customs Modernization (US $ 67 million):

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক বিভাগ এই অংগের প্রধান বাস্তবায়নকারী এজেন্সী।

National Single Window Implementation

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ National Single Window Implementation বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। The Bangladesh National Single Window (BD-NSW) ইলেকট্রনিকস্, অনলাইন প্রচলনের মধ্য দিয়ে দ্রুত ও অধিকতর স্বচ্ছ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ীদের লেনদেনের ব্যয় কমানো এবং সামগ্রীক পদ্ধতিতে সামঞ্জস্যতা ও নিশ্চয়তা আনয়নে সহায়তা করবে। এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে নিয়ন্ত্রণমূলক চাহিদা থেকে শুরু করে মালামাল ছাড় না পাওয়া পর্যন্ত। BD-NSW একটি ব্যবহার বান্ধব, ইলেকট্রোনিক্স পদ্ধতি প্রদান করবে যার দ্বারা পদ্ধতিগুলো সহজতর ও স্বয়ংক্রিয় হবে।

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী আবগারি আধুনিকায়ন জোরদার করা হয়। এজন্য প্রয়োজন হয়- (i) উন্নতমানের স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন, (ii) আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংগতি রেখে আমদানিকৃত মালামালের ভ্যালুয়েশন ডাটাবেইজ তৈরী করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংযুক্ত আছে WTO এর মূল্যায়ন চুক্তি এবং সেই সঙ্গে National Single Window System এর পূর্ণ অংগীভূতকরণ।

৩.২.২ স্থল বন্দরে প্রস্তাবিত উন্নয়ন

ভোমরা ও শেওলা স্থলবন্দরে বিদ্যমান সুবিদাদি এবং প্রস্তাবিত সুবিধদির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

- ✓ বন্দর সুবিধাদিঃ প্রশাসনিক ভবন, গুদাম ঘর, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, মালামাল রাখার উন্মুক্ত আঙ্গিনা এবং বাংলাদেশ-ভারত ট্রাক টার্মিনাল।
- ✓ সার্ভিস এলাকাঃ ব্যারাক, ডরমিটরী, রেস্তোরা, সাব-স্টেশন/ জেনারেটর, জ্বালানী কক্ষ ও মসজিদ।
- ✓ অবকাঠামোঃ বেড়া/বাউন্ডারী দেয়াল, রাস্তা নেটওয়ার্ক, ড্রেন, পায়ে চলা পথ, পার্কিং এবং ভূ-দৃশ্যাবলি।
- ✓ বৈদ্যুতিক কাজঃ এলাকা বিদ্যুতায়ন, সীমানা দেয়াল, বিদ্যুতায়ন, পায়ে চলা পথে বিদ্যুতায়ন, রাস্তা বিদ্যুতায়ন, সাব-স্টেশন যন্ত্রপাতি, ডিজেল জেনারেটর এবং সৌরশক্তি।
- ✓ পানি সরবরাহ এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার ভেতরে রয়েছে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়:নিষ্কাশন সুবিধা। যার মধ্যে থাকবে পানি পরিশোধন এবং স্যুওয়ারেজ পরিশোধন সুবিধাদি।
- ✓ নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ আগুন নিয়ন্ত্রণ, সিসিটিভি স্থাপন, আগন্তক বিবাদ সংকেত, কার পার্ক ব্যবস্থাপনা, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, শারীরিক নিরাপত্তা, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। এগুলো ছাড়াও বেনাপোল স্থলবন্দরের চারিদিকে বেড়া/দেয়াল নির্মাণ, গেট পাস পদ্ধতি চালুকরণ, এবং সিসিটিভি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

৩.২.৩ ভোমরা স্থলবন্দরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন

৩.২.৩.১ বিদ্যমান সুবিধাদি

সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় ভোমরা স্থল বন্দর অবস্থিত। এটি সাতক্ষীরা শহর হতে ১৫ কি.মি., খুলনা হতে ৭৫ কি.মি এবং যশোর হতে ৮৫ কি.মি. এবং ঢাকা হতে ৩৫৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত। ভারতীয় সাইটে বন্দরটি

পশ্চিমবঙ্গের ছাব্বিশ পরগনায় ঘোজাডাংগায় অবস্থিত। এই স্থল বন্দরটি ২০১৩ সালের ১৫.৭২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বার্ষিক গড় আমদানি হল ১.৮ মিলিয়ন টন। প্রধানত চাল, গম, ফল, পিঁয়াজ, রসুন, আদা ইত্যাদি এই বন্দর দিয়ে আমদানি করা হয়। বার্ষিক গড় রপ্তানি হল ০.০৬ মিলিয়ন টন যার মধ্যে রয়েছে- পাট, তুলা, মাছ ইত্যাদি। সাম্প্রতিক চালুকৃত সুবিধাদি হলো- গুদাম ঘর- ২, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড- ১, খোলা ইয়ার্ড- ২, ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড- ২, যানবাহন ওজন করার যন্ত্র- ১ এবং একটি প্রশাসনিক ভবন। ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডটি এখনো হস্তচালিত এবং প্রায় ২০০০ শ্রমিক এখানে প্রত্যহ কাজ করে। ২টি টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে শ্রমিক ও ট্রাক চালকদের ব্যবহারের জন্য।

প্রস্তাবিত সুবিধাদিঃ

ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য স্থাতি সুবিধাদি হলে- অতিরিক্ত গুদামজাতকরণ সুবিধা, ট্রাকের পার্কিং সুবিধা, পানি সরবরাহ, টয়লেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা এবং প্রশাসনিক ভবন। এই কাজের জন্য ১০০ একর জমির প্রয়োজন হবে। এই জমির মধ্যে ৭.৮ একর কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাকী জমি বাণিজ্যিক কিংবা আবাসনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রসারণের কাজটি ৩ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজের মধ্যে রয়েছে- বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ যেমন- ৭.৮ একর কৃষি জমির উপর বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জন্য ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, বিদ্যমান সুবিধাদি যেমন- পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন, পায়ে চলার পথ এবং ধুলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে- আবাসন ভবন, প্রশাসনিক ভবন, যাত্রীদের টার্মিনাল, স্থানীয় সংযোগ রাস্তা, এবং সীমান্ত চেকপোষ্ট। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে- মালামাল জমাকরণের উন্মুক্ত অংগন, গুদামঘর এবং অন্যান্য সহায়ক সুবিধাদি, প্রকল্পটি আলাদা আলাদা পর্যায়ে করা হবে না ৩টি পর্যায় একই সাথে করা হবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ছকি-১ এ বর্তমান বন্দরের অবস্থান, বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের প্রস্তাবিত উন্নয়ন এলাকা দেয়া হল। এবং ছবি-৩.১ এ প্রদেয় সুবিধাদি দেখানো হলো। এগুলি বাস্থবক এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় তৈরী করা হয়েছে। এগুলি বিস্তারিত ডিজাইন প্রস্তুতকালে পুনরায় প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করে প্রস্তুত করা হবে।

টেবিল-২ঃ ভোমরা স্থলবন্দরের বিস্তারিত প্রস্তাবিত সুবিধাদি

সুবিধাদি	প্রথম পর্যায়	দ্বিতীয় পর্যায়	তৃতীয় পর্যায়
Strengthening of existing facilities, including Water supply, sanitation, pavement of transshipment yard, etc.	Inside the existing facilities		
ড্রেন	৩ কি.মি.		
প্রশাসনিক ভবন		৪৮০০বর্গমিটার	
প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল		৩৭৬৬বর্গমিটার	
পর্যবেক্ষণ ভবন	৬০০ বর্গমিটার		৬০০ বর্গমিটার
ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড	১৬৭৫ বর্গমিটার		৬৬৫৫ বর্গমিটার
চেচিস স্ট্যাক ইয়ার্ড			৪০২৪৫ বর্গমিটার

হেভি স্ট্যাক ইয়ার্ড	২০৫৮০ বর্গমিটার	১০৮৩৫বর্গমিটার	৪২০০০ বর্গমিটার
কোল্ড স্টোরেজ			১৮৫০ বর্গমিটার
ওয়্যারহাউজ			৫৪০০ বর্গমিটার
কোয়ারেন্টাইন			২২০০ বর্গমিটার
ভারতীয় ট্রাক টার্মিনাল	৩৭৭০ বর্গমিটার		৬৪২৮৫ বর্গমিটার
বাংলাদেশ ট্রাক টার্মিনাল	৩১৮০ বর্গ মিটার	৩৮৮৫০বর্গমিটার	
শ্রমিক শেড			২০০ বর্গমিটার
গেস্ট হাউজ		৪০০০ বর্গমিটার	
ড্রাইভার রুম		১০০০ বর্গমিটার	
স্টাফ ডরমিটরী		২০০০ বর্গমিটার	

৩.২.৪ নতুন শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন

৩.২.৪.১ বিদ্যমান সুবিধাদিঃ

প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরটি বর্তমান ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের চারিপার্শ্বে। এটি ১৯৪৮ সাল থেকে কার্যকর আছে। এটি সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলায় অবস্থিত। বিয়ানি বাজার উপজেলা থেকে ১৩ কি.মি., সিলেট থেকে ৪৫ কি.মি. এবং ঢাকা থেকে ২৯০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। ভারতের দিকের স্থলবন্দরটি হল- সুতারকান্দি, এটি আসাম রাজ্যে অবস্থিত। এটি করিমগঞ্জ থেকে ১৫ কি.মি, শিলং থেকে ২৪১ কি.মি এবং গোয়াহাটি থেকে ৩৪১ কি.মি. দূরে অবস্থিত। প্রধান আমদানি পণ্য হলো- কয়লা, পাথর, পচনশীল খাদ্য এবং প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো- প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য।

বিদ্যমান সুবিধাদি হলো- ১.৩ এর জমির উপর অবস্থিত অভিবাসন ভবন এবং কাষ্টম অফিসের জন্য ভাড়াকৃত ভবন। এই স্টেশনটি ৫.৫ মিটার চওড়া অ্যাসফ্যাল্ট রাস্তার মাধ্যমে সিলেটের সাথে সংযুক্ত।

প্রস্তাবিত সুবিধাদিঃ

এই বন্দরের উন্নয়নের জন্য প্রায় ২০ একর ভূমির প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে- ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড, প্রশাসনিক অফিস, ট্রাক টার্মিনাল, উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড, ব্যারাক, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেনেজ সুবিধাদি, খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশন সুবিধা, মহিলাদের অপেক্ষা ঘর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য ব্যবস্থা। এখান দিয়ে আমদানি পণ্য হল কয়লা। সুতরাং কয়লা রাখার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত উন্মুক্ত স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে (প্রস্তাবিত সুবিধাদির বিবরণ টেবিল-৩.২ এবং ৩.৩ এ দেয়া হ'ল)।

ছবি- ২ ঃ প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরের নকশা।

টেবিল-৩ ঃ শেওলা স্থলবন্দরের জন্য প্রস্তাবিত সুবিধাদি।

প্রস্তাবিত উন্নয়ন	আনুমানিক হিসাব
(ক) ভূমি উন্নয়ন	
চৌহদ্দি প্রাচীর	২০ একর
অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক	২৫০৪ মিটার লম্বা এবং ১.৫ মিটার উচ্চতা
পায়ে চলা পথ	১১০০ মিটার লম্বা
ল্যান্ড স্কেপিং	বনায়ন, গ্রিনার, মদট ওহার্ড ল্যান্ড স্কেপিং
(খ) বিল্ডিং এবং অন্যান্য অবকাঠামো	
বন্দর সুবিধাদি	
প্রশাসনিক ভবন (চার তলা)	৮২৫০.০০ বর্গমিটার
গুদামঘর	২০৪০.০০ বর্গমিটার
ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড শেড	৪০৮০.০০ বর্গমিটার
উন্মুক্ত স্টক ইয়ার্ড	৬০০০.০০ বর্গমিটার
বাংলাদেশ ও ভারত ট্রাক টার্মিনাল	১০৬৩১.০০ বর্গমিটার
পরিদর্শন ভবন-১ ও ২	৫০০.০০ বর্গমিটার
ব্যারাক (বর্ডার)	৯০৫.০৫ বর্গমিটার
ডরমিটারী (দুই তলা)	১০০০.০০ বর্গমিটার
হোটেল ও রেস্তোরা	৪০০.০০ বর্গমিটার
পাম্প হাউজ	৩৯০.০০ বর্গমিটার
সাবস্টেশন বিল্ডিং	৪৫০.০০ বর্গমিটার
মসজিদ	১০০.০০ বর্গমিটার
(গ) মৌলিক সেবা সমূহ ঃ	
এলাকা বিদ্যুতায়ন	৮০১৭২.০০ বর্গমিটার
চৌহদ্দি দেয়াল বিদ্যুতায়ন	২৫০৮.০০ বর্গমিটার
পায়ে চলার রাস্তা বিদ্যুতায়ন	৩২০০.০০ বর্গমিটার
রাস্তা বিদ্যুতায়ণ	১০৯৫.০০ বর্গমিটার

সাবষ্টেশন যন্ত্রপাতি ও ডিজেল জেনারেটর	১৬০০ কেভিএ ২টি সাব-ষ্টেশন ৬৫০ কেভিএ ১টি ডিজেল জেনারেটর, ১১০ কেভিএ ১টি ডাবল জেনারেটর (সার্ভার)।
সৌর শক্তি	২৫ কেডব্লিউ
পানির ট্যাংক	১০০
বাহিরের নিষ্কাশন প্রক্রিয়া	২০০০
গভীর নলকূপ-১টি	২০০০
(ঘ) সরঞ্জমাদি ও প্ল্যান্টস্	
পানি পরিশোধাগার প্ল্যান্ট	২৫
গাড়ীর ওজন মাপন যন্ত্র	১০০ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন-২টি
আইটি স্টেশন	নের্টওয়ার্কিং ও ক্যাবলিং, সার্ভার, ইন্টারনেট, সাবলিংক।
Equalization ট্যাংক এবং ফিল্টার মিডিয়া	২৭০
(ঙ) নিরাপত্তা বিষয়ক	
আগুন নিয়ন্ত্রণ, বিপদ সংকেত, PA, BMB	
পর্যবেক্ষন টাওয়ার, ফটক তৈরী	

৩.৩ বাস্তবায়নকারী এজেন্সী এবং বর্ডারে উপস্থিত অন্যান্য এজেন্সি ঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সংস্থা। এটি ছাড়াও বন্দরে আর সে সকল সংস্থার উপস্থিতি বিদ্যমান সেগুলো হ'ল- কাস্টমস ও অভিবাসন। যাহোক, অন্যন্য প্রশাসনিক যারা সীমান্ত পরাপারের বিষয়ে কাজ করে সেগুলো হ'ল ঃ-

- যতদিন কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন বিভাগের সাথে নিরাপত্তা বিধান করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী;
- সীমান্ত বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী (এ গুলোর সাধারণত হাউজিং সুবিধা থাকে না);
- অন্যান্য সংস্থা (যেমন- কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, স্যানিটারী, ভেটোরিনারী, ভোক্তা নিরাপত্তা এজেন্সি ইত্যাদি) যাদের প্রতিনিধি বর্ডার ষ্টেশনে উপস্থিত থাকা। এগুলো অধিকতর ভাল সমাধানকরণ সাইটে এ ধরনের বিভাগের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছাড়পত্র/অব্যাহতি পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- শুল্ক গ্রহনের কাজ সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপন
- আমদানিকৃত মালামাল ও ট্রানজিট শিপমেন্টের কাজ পরিচালনার জন্য ক্লিয়ারিং এজেন্ট নিয়োগ।

প্রশাসনিক কাজের জন্য জনবল ও তাদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে পদ নির্ধারণ, অফিসের জায়গা এবং সম্ভব হলে প্রকল্প এলাকায় আবাসন সুবিধা অন্যান্য এজেন্সির প্রতিনিধিদের বিশেষ করে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের প্রতিনিধিদের জন্য অস্থায়ী আবাসন সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মচারীদের জন্য মৌলিক খাদ্য চাহিদা ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩.৪ বাস্তবায়ন তফসিল ঃ

প্রত্যেকটি স্থলবন্দর উন্নয়ন সমাপ্ত করতে প্রায় ৩ বছর সময় লাগবে। শেওলা স্থলবন্দরের কারিগরী নকশা এবং পরিবেশগত গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে এবং ২০১৭ সালের মধ্যে এটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রথম বছরের মধ্যেই বাস্থবক কর্তৃক কারিগরী নকশা প্রস্তুতকরণের জন্য পরামর্শক ফার্ম নির্বাচন করবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল হবে ৫ বছর। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সূচী নিম্নের টেবিলে দেয়া হ'ল ঃ

টেবিল ৪ ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচী ঃ

অংগ	উপ-প্রকল্প	কার্যকাল
অংগ-১ ঃ অবকাঠামোতে বিনিয়োগ, ভারত ও ভূটানের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য প্রধান প্রধান নির্ধারিত স্থলবন্দর পদ্ধতি ও কার্য প্রণালীর আধুনিকায়ন।	শেওলা স্থলবন্দর নির্মাণ	২০১৭-২০১৯
	ভোমরা স্থলবন্দর এবং ৩য় স্থলবন্দরের বিস্তারিত নকশা	২০১৪-২০১৮
	ভোমরা স্থলবন্দর এবং ৩য় স্থলবন্দরের মান উন্নীতকরণের জন্য নির্মাণ কাজ।	২০১৮-২০২০
	বেনাপোল স্থলবন্দরে নিরাপত্তা পেরিমিটার বেষ্টনী তৈরী করা।	২০১৮-২০২০
অংগ-২ ক ঃ মহিলা ব্যবসায়ী ও মহিলা উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ।		২০১৮-২০২১
অংগ-৩ ঃ National Single Windrow Implementation & Strengthening Customs Modernization.		২০১৮-২০২১

৩.৫ স্থলবন্দর সাধারণ নীতিমালা ঃ

৩.৫.১ ঃ Operational Option :

সীমান্ত স্টেশনের নকশা কি ধরনের নিয়ন্ত্রন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা সীমান্তে বিদ্যামান আছে তার উপর নির্ভর করে। কোন কোন সময় মালামাল অকুস্থলে খালাস করা হয় এবং কোন সময় অভ্যন্তরীণ গন্তব্যে মালামাল প্রেরণ করা হয় যেখানে এগুলোর ছাড়পত্র দেয়া হয়। সুতরাং স্থান, মালামাল উঠা-নামাকরণের এলাকা, ছাড়পত্রের অপেক্ষায় থাকা মালামালের সাময়িক সংরক্ষণ, পার্কিংয়ের জায়গা ইত্যাদি চাহিদা বিভিন্ন রকম।

৩.৫.২ ঃ কার্য প্রণালী ঃ

প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িতকরণ, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যা গোয়া দেশের অভ্যন্তরে যানবাহন প্রবেশ করে মালামাল উঠা-নামা করতে পারবে কি-না এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বিদ্যমান নিয়ম হল সকল বিদেশী ট্রাক থেকে মালামাল নামিয়ে অপেক্ষামান ট্রাকে উঠতে হবে। যাহোক, বাংলাদেশ ও ভারত Cross-border tramit & Border management এর ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগীতার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। বর্ডারে মালামাল উঠা-নামার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, অভিবাসন পদ্ধতি ভ্রমনকারীর জাতীয়তার উপর নির্ভর করে এবং স্থানীয় জনগণের জন্য স্বচ্ছ চেকিং ব্যবস্থা রয়েছে।

৩.৬ স্থলবন্দর সমূহের অবকাঠামোগত চাহিদা ঃ

কর্মপরিধির কথা বিবেচনা করে স্থলবন্দর সমূহে অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ছাড়াও যে সকল কাজে ভূমির প্রয়োন সেগুলোর একটি বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ-

(১) পার্কিং জায়গা

(২) ট্রান্স-লোডিং বেজ (প্রয়োজন হলে)

(৩) অতিরিক্ত ট্রান্স লোডিং এর জায়গা (যদি প্রয়োজন হয়)

(৪) পরীক্ষণ এলাকা

(৫) ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের জন্য বিস্তারিত পরীক্ষণ শেড

(৬) পঁচনশীল দ্রব্যাদির জন্য রেফ্রিজারেশনের ব্যবস্থা

(৭) ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্যাদির নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা

(৮) আপদকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য জায়গা যাতে মানুষের ভীড় এড়ানো যায়।

(৯) বন্দরের রাস্তায় যাতে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি না হয় সে জন্য উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থা

উপরোক্ত অবকাঠামোগত কর্যোদির জন্য ভূমিকা প্রয়োজন হবে।

৪. আর্থ সামাজিক বেজলাইন ঃ

৪.১ ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। দেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, পশ্চিমে পশ্চিমবর্গ এবং পূর্বে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার অবস্থিত। এটি অসংখ্য নদ-নদীবেষ্টিত শস্য-শ্যামল দেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও কর্নফুলী এদেশের প্রধান নদী।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান হল অক্ষাংশ ২০.৩৪'-২৬.৩৮' উত্তরে দ্রাঘিমাংস ৮৮.০১'-৯২.৪১' পূর্বে। এর ৪,২৪৬ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। তন্মধ্যে মিয়ানমারের সাথে ১৯৩ কিলোমিটার এবং ভারতের সাথে ৪,০৫৩ কিলোমিটার। এর সমুদ্র সৈকত রয়েছে ৫৮০ কিলোমিটার। এর ভূখন্ড বেশীরভাগ সমতল এবং কিছু অংশ পর্বত্য অঞ্চল।

বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৮৭টি উপজেলা রয়েছে। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৫ কোটিরও বেশী। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেট ১.৫৯%।বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার পুরুষ ৫০% এবং ৪৬% মহিলা। বাংলাদেশ মুসলমান প্রধান দেশ। যার শতকরা ৮৬.৬% মুসলমান, ১২.১% হিন্দু ০.৬% বৌদ্ধ, ০.৪% খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ০.৩%।

বাংলাদেশে প্রধান নৃত্যাত্বিক গোষ্ঠী হল বাঙ্গালী। অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী ২% যার মধ্য আছে চাকমা, মারমা, সাওতাল, গারো, মনিপুরী, ত্রিপুরা এবং তনচংগা।

৪.১.১ অর্থনীতি ঃ

বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল ৮টি দেশের মধ্যে অন্যতম। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.০৪৪। দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ২৫%।

৪.১.২ ঃ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো হল ঃ-

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, সুরমা, তিস্তা, শীতলক্ষা, রূপসা, মধুমতি, গোরাই, মহানন্দা ইত্যাদি। এদেশ গৃঙ্গা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে উঁচু সমতল ভুমি। গংগা অববাহিকা হল গংগা, যমুনা, মেঘনা নদী ও অনেক শাখা নদীর মিলিত প্রবাহ অঞ্চল। গংগা প্রথমে যমুনা এবং পরে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে সবশেষে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত পলি মাটি নতুন উর্বর ভূমি সৃষ্টি করে। এদেশের মোট ৫৭টি আন্তঃদেশীয় নদী রয়েছে। এদেশের বেশীর ভাগ ভূমি সমূদ্রের উচ্চতা থেকে ১২ মিটার উপরে এবং মনে করা হয় সমুদ্রের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সমুদ্র এলাকার ১০ বাগ ভূমি পানির নীচে তলিয়ে যাবে।

৪.১.৩ জলবায়ু ঃ

বাংলাদেশের তাপমাত্রা শীতকালে ১১ সেন্টিমিটার থেকে ২০ সেন্টিমিটার (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী) এবং গ্রীষ্মকালে ২১ সেন্টিমিটার থেকে ৩৮ সেন্টিমিটার (মার্চ-সেপ্টেম্বর)। বৃষ্টিপাত ১১০০ মি:মিটার থেকে ৩৪০০ মি:মিটার (জুন-আগস্ট) সর্বোচ্চ আদ্রতা হল ৯৯% (জুলাই মাসে) এবং সর্বনিম্ন ৩৬% (ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে)।

৪.৪.৪ কৃষি ঃ

ধান, গম, পাট, চা, ইক্ষু, ডাল, তৈল, আলু, সবজি প্রধান কৃষি পণ্য।

৪.৪.৫ বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হল- গার্মেন্টনম, টেক্সটাইল, চা, সিরামিক, চিড়িং প্রক্রিয়াকরণ, চিনি, কাগজ, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রিকস, ওষধ, মাছ ইত্যাদি। প্রধান রপ্তানি পণ্য হল- গামেন্টস, বুনানো পোষাক, হিমায়িত চিড়িং মাছ, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, সিরামিক, আইটি ইত্যাদিত। প্রধান আমদানি পণ্য হল- গম, সার, পেট্রেলিয়াম জাতীয় পদার্থ, তুলা, ভোজ্য তেল ইত্যাদি। প্রধান খনিজ দ্রব্য হল- প্রাকৃতিক গ্যাম, তেল, কয়লা, সাদা মাটি, গ্ল্যাম তৈরির বালু ইত্যাদি।

৪.২ উপ-প্রকল্পের স্থান সম্পার্কিত তথ্য ঃ

বাংলাদেশ সরকার ভোমরা স্থলবন্দরকে ভারতের সাথে সীমান্ত পারাপারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র মনে করে। এটি চালুর মাধ্যমে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে মানুষ পারাপারের চাপ কমবে। বর্তমানে এটি স্থল বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথ।

৪.২.১ অবস্থান ঃ

খুলনা থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে ভোমরা স্থলবন্দর অবস্থিত। এটি কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে ঘোজাডাংগা শহরের বিপরীতে অবস্থিত। পদ্মা সেতু চালু হলে কলকাতা থেকে ঢাকা আসতে সবচেয়ে কম দূরত্বের রাস্তা হবে। বন্দরটি বাস্থবক এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং ২০১৩ সালের মে মাসে যাত্রা শুরু করে। ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত ভোমরা স্থলবন্দর ও আশে-পাশের ম্যাপ নিম্নে দেখানো হল ঃ-

সাধারণভাবে এই অঞ্চলের ভূমি হল সমতল। যদিও কোন কোন জায়গা নীচু। খুমরা খাল নামে পরিচিত একটি শাখা নদী সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। যেটি স্থলবন্দর থেকে ৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। বাংলাদেশের দিকে বরাবর একটি বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল।ইছামতি নদীটি বন্দর থেকে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। Annexture-2 এ বন্দরটির ও পশ্চিমাস্থ এলাকার ছবি দেখানো হয়েছে। বানিজ্যিক এলাকা, রাস্তা পাশের দোকান, কৃষি ভূমি বন্দর এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এগুলো সব বদলানো আবাস স্থল। প্রাকৃতিক আবাসন নাই বললেই চলে। বন্দর এবং এর পার্শ্বস্থ এলাকা রাস্তার ধূলা দ্বারা উচ্চমাত্রায় দূষিত। কাঁচা পায়ে ধূলা পথে চলা এবং ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড হল ধূলার প্রধান উৎস। সীমান্তের কাছে প্রবেশ রাস্তাটির ও কাঁচা।

ছবি ৩ঃ ভোমরা স্থলবন্দরের অবস্থান

৪.২.২ ট্রাফিক ঃ

প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টি ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশে এবং ২০-২৫টি বাংলাদেশী ট্রাক ভারতে প্রবেশ করে। ভারতীয় ট্রাক ভোমরা বন্দরে বাংলাদেশী ট্রাকে এবং বাংলাদেশী ঘোজাডাংগা বন্দরে মালামাল ট্রান্সলোড করে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হল- গামেন্টস, বুনন দ্রব্য, নারিকেলের তৈরী দ্রব্য, খাদ্য সামগ্রী, চকলেট, অয়েল, সুতা এবং ফলের রস। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য যেমন- ব্যাটারি, পাট এবং মাছ ভারতের স্থানীয় জনগণের আপত্তির কারণে রপ্তানি বন্ধ আছে। কেবল মাত্র ৩৫ ধরণের পণ্য সামগ্রী বাংলাদেশে আমদানি করা যাবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা উঠিতে নেয়ার পক্ষ্যে কাজ করছে।

এই বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ জন লোক এপার-ওপার যাতায়াত করে। সীমান্ত চেক পয়েন্ট কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন ৬৫ কেজি মালামাল আনা-নেয়ার ছাড়পত্র দিয়ে থাকে। বার্ষিক ট্রাফিক ডাটা এবং কত টাকার আমদানি-রপ্তানি হয় তার একটি তালিকা নিচের টেবিলে দেয় হল ঃ-

Table 5: *Amount of Exports and Imports at Bhomra Land Port (July 2014 to June 2015)*

Name of Month	Goods Recived (M T)	Goods Delivery (MT)	Number Of Truck			Import		Export	
			Foreign Truck	Local Truck	Total Truck (4+5)	Amount (M T)	Taka. (core)	Amount (M T)	Taka.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
July	122783	122783	6292	7012	13304	122783	306.43	3913.800	185769181.00
August	140432	140432	7259	8447	15706	140432	387.98	4134.575	167989857.00
September	152599	152599	8042	9605	17647	152599	426.92	7369.920	254672878.00
October	117623	117623	5780	7033	12813	117623	300.63	3115.630	126177188.00
November	162455	162455	8278	10000	18278	162455	422.99	3660.354	186218494.00
December	167953	167953	8217	9860	18077	167953	439.14	4056.230	188174541.00
January	183675	183675	8939	11425	20364	183675	457.11	3731.470	198145978.00
February	164952	164952	8085	10744	18829	164952	411.76	4294.113	238564844.00
March	166329	166329	8766	11782	20548	166329	387.88	6074.997	306734314.00
April	140176	140176	6999	8909	15908	140176	340.04	4279.600	180702128.00
May	153686	153686	7840	8939	16779	153686	338.17	6185.490	315650456.00
June	136563	136563	6647	7507	14154	136563	271.54	7260.580	495969632.00
Total	1809226	1809226	91144	111263	202407	1809226	4490.59	58076.759	2844769491.00

*Serial No 7,8,9,10 information collects from Bhomra Land Customs, Serial No 8 information of import goods value i

৪.২.৩ বন্দরের বর্তমান অবস্থা ঃ

সম্প্রতি বন্দরে একটি বড় ও সুরম্য বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। এ বিল্ডিং এ ২২টি কক্ষ রয়েছে। কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও স্থলবন্দর প্রশাসনের জন্য পর্যন্ত জায়গা রয়েছে। এখন এসপিএস চেকিংগুলি Physical border কিংবা আরও ভেতরে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু বন্দরটি পুরোপরি চালু হলে টার্মিনাল ভবনে স্থানান্তর করা হবে। বিল্ডিং এর

ঊঠানটি অনেকাংশে কাঁচা, কোন ট্রাফিক ব্যবস্থা নাই এরং বাংলাদেশী ও ভারতীয় ট্রাকের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। গাড়ীর মালামাল ওজন করার জন্য একটি আধুনিক মেশিন রয়েছে। এটি স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে থাকেন। এই মেশিনে ইলেক্ট্রনিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে যাতে গাড়ী চালকদের ভুল ওজন সনদ দেয়া না হয়।

৪.২.১.৪ সাম্প্রতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রকল্পটির জন্য প্রস্তাবিত সুবিধাদির ৩/১ অংশ বর্তমান স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় রয়েছে। পুরোপুরি কার্যক্রমের জন্য ৪৫ একর ভূমির প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে -ভারতীয় লরী সার্ভিস এরিয়া, বাংলাদেশের ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওয়ার্কশপ, সম্প্রসারিত পার্কিং এরিয়া যার মধ্যে থাকবে আমদানিকালীন সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা, আমদানিকৃত ব্যক্তিগত গাড়ীর জন্য কার পার্ক এবং বেশী শুল্ক আরোপযোগ্য গাড়ীর জন্য পার্কিং জায়গা। এখানে ৪ টি গুদামঘর ও সীমান্ত রক্ষীদের জন্য একটি আবাসিক অঞ্চল । নতুন ভবনটি চালু হলে বিদ্যমান পুরাতন ভবনটি সংস্কার করে নতুন সুযোগ- সুবিধা সৃষ্টি করা হবে ঙেমন ব্যাংকিং ব্যবস্থা। নতুন উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জিরো- পয়েন্টে কাস্টম ও ইমিগ্রেশনের জন্য আগত ভ্রমনকারীদের নিমন্ত্রণ শেড নির্মাণ করা হবে।

৪.২.২ শেওলা স্থল বন্দর

বরোগ্রামে অবস্থিত বর্তমান শেওলা স্থলবন্দর কাস্টম স্টেশনের চারিদিকে প্রস্তাবিত শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন করা হবে। গত ১৯৯৬ সাল থেকে এই জায়গায় শেওলা LC কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই অবস্থানে আসার আগে কুশিয়ারা নদীর সন্নিকটে বর্তমান স্টেশন থেকে ৩ কি: মি: উত্তরে শেওলা LC অবস্থিত ছিল। কুশিয়ারা নদী পথে আমদানি- রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হত।

৪.২.২.১ অবস্থান

উপজেলা পরিষদ থেকে ৪৫ কি: মি: এবং বিয়ানিবাজার থেকে ১৩ কি:মি: দূরত্বে শেওলা ভূমি কাস্টম স্টেশনে অবস্থিত। শেওলা থেকে কাস্টমস পর্যন্ত একটি ১৬ কি: মি: লম্বা পেভমেন্ট রোড রয়েছে। শেওলা থেকে আসামের রাজধানী গোয়াহাটির দূরত্ব ৩৪১ কি: মি: । প্রস্তাবিত বন্দরের জায়গার কিছু অংশ বন্যাপ্রবণ সমভূমিতে অবস্থিত। বন্দরের স্যাটেলাইট ম্যাপ নিচে প্রদত্ত ছবিতে দেখানো হলো। বর্ষা মৌসুমে এটি প্লাবিত হয়ে যায় এবং শুকনো মৌসুমে এটি ট্রাক রাখার জায়গা হিসেবে এবং আমদানিকৃত কয়লার অস্থায়ী সংরক্ষণের জন্য বন্দরের সন্নিকটে বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ড্রেন রয়েছে। প্রকল্পের স্থান থেকে কুশিয়ারা নদী ৩ কি: মি: এবং মুরিহা হাওর শেওলা থেকে ৩ কি: মি: দক্ষিণে অবস্থিত।

ছবি ৪ ঃ শেওলা স্থলবন্দরের প্রস্তাবিত অবস্থান।

৪.২.২.২ ট্রাফিক

হাওরগুলো হল মাছের নিরাপদ আবাসস্থল। এখানে একটি ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট রয়েছে। সিলেট থেকে শেওলা স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ(LGED) কর্তৃক করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সংযোগ রাস্তাটি আরও উন্নত ও প্রশস্ত করা প্রয়োজন। রফতানিকৃত মালামালের বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া হল। এখন এই স্টেশনে বার্ষিক রফতানির পরিমাণ ৪৩ টন। এই স্টেশন দিয়ে প্রতিদিন ২০ ট্রাক চলাচল করে । সাধারনত যে সমস্ত পণ্য আমদানি করা হয় সেগুলো হল– কয়লা, পাথর, কমলা, আদা, সাতকড়া, পিঁয়াজ, আপেল, আম এবং সিমেন্ট তৈরীর কাঁচামাল । রফতানিকৃত পণ্যগুলো হল– চিপস, ললিপপ, আইসপপ, মিল্ক ক্যান্ডি, চকোলট, এনার্জি ড্রিংকস, ম্যাংগো ডিংকস, পাওয়ার ড্রিংকস, সিমেন্ট , প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি, সূতা, মোবাইল, লিচি ড্রিংকস, মেলামাইন দ্রব্যাদি, সিরামিক দ্রব্যাদি, ইট ভাঙ্গার মেশিন, টিস্যু পেপার, কস্টিক সোডা, সাবান, টিউবওয়েল ক্যাসিং পাইপ এবং মাছ।

টেবিল ৬ ঃ শেওলা স্থলবন্দরে বার্ষিক আমদানী-রফতানীকৃত পণ্যের পরিমাণ।

আর্থিক বছর	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
আমদানিকৃত পণ্য	
২০১১-১২	৭২.৫
২০১২-১৩	৬৫.১৬
২০১৩-১৪	৮০.৫০
২০১৪-১৫ (এপ্রিল পর্যন্ত)	৬৫.৭৩
রফতানিকৃত পণ্য	
২০১১-১২	১৪.১৯
২০১২-১৩	২১.৫০
২০১৩-১৪	২২.১৬
২০১৪-১৫ (এপ্রিল পর্যন্ত)	১৭.৯৮

৪.৩ জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি

বাংলাদেম নিম্ন মধ্যম আয়ের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মত প্রকল্প এলাকাতেও আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে এবং তাদের পরিবারের ও অন্যান্য কাজকর্মে মহিলাদের অবদান স্বীকৃতি পায়না। মানুষের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় প্রকল্প এলাকাতে মহিলারা যৎসামান্য সুযোগ- সুবিধা পেয়ে থাকে। এটা থেকে আরও জানা যায় যে, পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ ধরণের আয়োজনের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যা চিহ্নিত প্রকল্প বাস্তবায়নের মেকানিজম উদ্ভাবনের মাধ্যমে

ভুল- ত্রুটি দূর করা। পাবর্ত্য চট্রগ্রাম এলাকায় যেখানে জাতি- গোষ্ঠীর মানুষ ---- সেখানে যাচাই পর্বে রামগড় ও থেগামুখ (রাঙামাটি) এলাকায় কয়েকটি FDG পরিচালনা করা হয়েছিল।

৪.৪ পরামর্শঃ

মাঠ পরিদর্শন, পরামর্শ এবং একটি জাতীয় পরামর্শ সভা বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়। একাজের উদ্দেশ্য ছিল এ প্রকল্পের জন্য ব্যাপক Resettlement Policy Framework তৈরী করা। মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এধরণের আয়োজনের লক্ষ্যে ছিল বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের মেকানিজম উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভুল ত্রুটি দূর করা। পার্বত্য চট্টাগ্রাম এলাকা যেখানে মানুষ জাতি গোষ্ঠীর মানুষ করে সেখানে যাচাই পর্বে রামগড় ও থেগামুখ (রাঙ্গামাটি) এলাকায় কয়েকটি FDG পরিচালনা করা হয়েছিল।

টেবিল ৭ ঃ রামগড় ও থেগামুখে পরিচালিত FDG এর সার সংক্ষেপঃ

সভার তারিখ	২০ অক্টোবর, ২০১৫	২১ অক্টোবর ২০১৫
সভার স্থান	রামগড়	
সভার ধরণ	FGD কাম কনসালটেশন	FGD কাম কনসালটেশন
উপস্থিত লোকের সংখ্যা	৩০ জন	২৫ জন
উদ্দেশ্য	রামগড়ের প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের জন্য ভূমির চাহিদা	থেগামুখ প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের জন্য ভূমির চাহিদা
ভূমির চাহিদা	প্রায় ২৩.০৪ একর জমির প্রয়োজন	প্রায় ১০.০১ একর জমির প্রয়োজন।
সুবিধাভোগীদের স্বার্থ	জনসাধারণ প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাপারে সচেতন । কিছু জমি বিজিবি এর জন্য প্রয়োজন। বাজার মূল্য পেলে জমির মালিকেরা জমি দিতে প্রস্তুত।	জনসাধারন প্রকল্পের ব্যাপারে সচেতন।
ইস্যুজ	প্রায় ৩০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিছু কিছু মালিক জমির পরিবর্তে জমি চাই। জমি হারানোর মধ্যে ১০ জন উপজাতি পরিবার রয়েছে।	প্রায় ১০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারই ট্রাইবাল।
উদ্যোগ	কিছু অধিগ্রহণকৃত জমির প্রস্তাবিত মূল্য গরীব ও ট্রাইবাল PAF এর পূন:বাসন। কিছু ক্ষেত্রে দলিলের অভাব্	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসন কার্যক্রমে PAF দের অংশগ্রহণ কিছু ক্ষেত্রে দলিলের অভাব।

পরবর্তীতে গত ১৩/৬/১৬ তারিখে রাঙামাটিতে একটি আঞ্চলিক পর্যায়ে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উল্লেখযোগ্য সকল সুবিধাভোগী এবং CHT আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ এবং চাকমা সার্কেল প্রধানের প্রতিনিধি। আঞ্চলিক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠানের আগে BLPA এর পরামর্শকরা CHT Regional Council এর চেয়ারম্যান জনাব যতীন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মার সাথে ।১২ জুন, ২০১৬ তারিখে দেখা করেন। অবশেষে গত ১০ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে ঢাকাতে একটি জাতীয় পর্যায়ের Public Consultation Workshop অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় RPF নিয়ে কথাবার্তা হয় এবং কিছু সংশোধন আনয়ন করা হয়। ওয়ার্কশপের কার্যবিবরণী এই RPF এর সাথে সংযুক্ত করা হল।

৪.৪.১ পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও আন্তজার্তিক দাতা সংস্থা যেমন– বিশ্বব্যাংক গুরুত্বারোপ করে। RPF প্রস্তুতকালে প্রাথমিক পর্যায় প্রধান প্রধান স্ট্যাক হোল্ডার সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ধারণা সংগ্রহ করা হয়।

পরামর্শ করার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেয়া হল–

(i) প্রকল্পের মূল্যবান তথ্য সরবরাহ এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে স্টকহোল্ডারদের সচেতন করা

(ii) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, সুবিধাভোগী ও স্টকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করা

(iii) পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদি যেমন- স্থানচ্যুতি, নিরাপত্তা ঝুঁকি, কর্মসংস্থান এবং অরক্ষিত জনগণ ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ।

(iv) সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যাদি সমাধানকল্পে স্থানীয় ও প্রকল্প পর্যায়ে যোগাযোগ শুরু করা এবং কৌশল বের করা;

(v) ব্যাপকভাবে প্রকল্পের স্টকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা

(vi) প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মোকাবেলা করার লক্ষ্যে পন্থা উদ্ভাবনের জন্য প্রাথমিক স্টকহোল্ডারদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়।

৪.৫ প্রকল্পের প্রভাব

বেশির ভাগ প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আছে জমির মালিক, মালিকানাবিহীন ব্যক্তি যেমন– অনুপ্রবেশকারী, অননুমোদিত বসবাসকারী, প্রজা, কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি, বাণিজ্য ও আবাসিক কাজে জমি এই অধিগ্রহণের ফলে জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের ব্যবহার্য জমিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অধিকন্তু প্রবেশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হবে কারণ বিদ্যমান সরু রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে। জমির মালিকানা ছাড়াই অনেক লোক বিএলপিএ এর জমিতে দোকান ও বাসা বাণিয়ে রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কারনে প্রধান সামাজিক প্রভাব হল- ভূমি অধিগ্রহণ, পরবর্তীতে পুনর্বাসন, জীবিকার ক্ষতি, নির্মাণ কাজের সময় নানা রকম বিড়ম্বনা, সিপিআর এ

প্রবেশাধিকার না থাকা, ব্যবসা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট খরচ বেড়ে যাওয়া। শেওলা স্থল বন্দরের জন্য আরএপি প্রস্তুত করা হয়েছে। মূল সামাজিক প্রভাবগুলো নিম্নে দেওয়া হল-

ক) ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরবর্তীতে পুনর্বাসন

খ) জীবিকার ক্ষতিসাধন

গ) নির্মাণ কাজের সময় বিভিন্ন রকম অসুবিধা ও বিড়ম্বনা

ঘ) সিপিআর এ প্রবেশাধিকার না থাকা

ঙ) পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

চ) সীমান্ত বাণিজ্যের খরচ বেড়ে যাওয়া।

উল্লেখিত প্রত্যেকটি সাব- প্রকল্পের জন্য RAP পস্তুত করা হবে। এগুলি পরিকল্পনা ও ডিজাইন করার পর্যায়ে প্রয়োজন হবে।

৪.৫.১ <u>প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পন্থা</u>

Resettlement Policy Framework- এ নিম্নে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পন্থার কথা প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

(a)এই প্রকল্পের আওতায় সকল Sub- project-এ Resettlemnt Policy Framework উন্নয়ন ও গ্রহণ করতে হবে।

(b) পরবর্তীতে আরও RSIA স্টাডিজ এবং RQP/ ARAP তৈরীর জন্য এই RPF গাইড হিসাবে কাজ করবে।

(c) এই ডিজাইনে অনেক কম ভূমি অধিগ্রহণের ইজারা থাকবে। অন্যান্য বিরূপ প্রভাবও কম হবে। CPR ও অন্যান্য ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশাধিকার থাকবে।

(d) টার্মিনালের ডিজাইন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত কাজের সাথে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি সম্পৃক্ত করতে হবে।

Design নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করবেঃ

a(i) জীবিকা যেমন- দোকানদার ও ভোক্তাদের বিষয়।

(ii) মহিলাদের জন্য সুবিধা যেমন- আলাদা কাউন্টার, অপেক্ষা কক্ষ, স্যানিটেশন, বসার ব্যবস্থা

(iii) প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা

(iv) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা

(v) প্রভাব সনাক্তকরণের জন্য ডিজাইন ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা।

(e) Resettlement এর পূর্বে বিকল্প অস্থায়ী ট্রানজিট ব্যবস্থাপনা।

(f) সুনির্দিষ্ট শিরোনামসহ Resettlement Framework Policy থাকতে হবে।

(g) ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক অরক্ষিত গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনা

(h) Grievance Redvessal Mechanism

(i) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কমিউনিটির সম্পৃক্তকরণ

(j)Gender Mainstraning plan.

(k) উন্মোচনঃ পুনর্বাসন পরিকল্পনা সকলের সামনে উন্মোচন।

৫. ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও অরক্ষিত কমিউনিটি উন্নয়ন অবকাঠামো (SEVCDF)

৫.১ ভূমিকা

এই SEVCDF এর আওতায় থাকবে–

- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ;
- বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- পরিবার, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা এবং অন্যান্য indigenous rariable এবং সামাজিক ষ্টিগমা;
- এই প্লানের মধ্যে থাকবে স্থানীয় ঐতিহ্যগত নেতৃত্ব, জেন্ডার ইস্যু, সিভিল এবং বেসরকারী সংস্থা
- জমির মালিকানার ধরণ এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট জীবিকা অর্জনের জন্য ভূমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
- বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব
- পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সুপারিশ নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্পের ইনপুটস্ অনুমোদন ও উপসম পরিকল্পনা।

SEVCDF

প্রত্যেক গ্রামের জন্য SEVCDF প্রস্তুত করা হবে। তবে শর্ত এই যে, এই গ্রামের জনসংখ্যার ৫% Ethnic minority হতে হবে। SEVCDF এর উদ্দেশ্যগুলো হলো–

- উন্নয়ন পদ্ধতির উদ্ভাবন যাতে থাকবে SEC মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা।
- উন্নয়ন কার্যক্রমের সময় তাদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে না সেটার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি বিবেচনায় নিয়ে BLPA নিম্নলিখিত কিছু কর্মকান্ড শুরু করবেঃ

৫.১.১ <u>ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক কমিউনিটির পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ</u>

SEVCDF এর লক্ষ হলো SECএর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান প্রতিষ্ঠান তৈরী করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে SEC অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাবে।

৫.১.১ Negative

BLPA কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবেনা যার দ্বারা SEC ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

প্রধান নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো–

(i) তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।

(ii) সাধারণের ব্যবহার্য সম্পদ ও জীবিকা অর্জনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রবেশ কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা

(iii) সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থান

(iv) ভূমি অধিগ্রহণ

(v) ব্যাক্তিগত ভিটাবাড়ী

(vi) সরকারী সম্পত্তিতে অবস্থিত ভিটাবাড়ী

(vii) সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার উপর বিরূপ প্রভাব।

৫.১.২ বাস্তবায়ন কৌশল SEVCDF এর প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা হবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে হয়েছে ঠিক সেভাবেই।

৫.১.২.১ বেজলাইন সার্ভে

BLPA নিয়োগকৃত এজেন্সি দ্বারা বেজ লাইন সার্ভে করা হবে। এর ফলে পরবর্তী Impact Evaluation সম্ভব হবে। কোন কোন গ্রামে কেবলমাত্র SEC এবং কোনটাতে non-SEC বাস করে। সুতরাং ভিন্ন ক্ষেত্রের SEC-দের মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশলগুলো গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

৫.১.২.২ SEC Communities

BLPA নিয়োগকৃত এজেন্সি SEC নেতাদের সাথে পরামর্শ করবে। SEC এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে Community level Committee (CLC) গঠন করতে হবে। পরামর্শ কার্যক্রমের সময় SEC এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল। সকল CLC থেকে Sub- project level Committee (SPLC) গঠন করা হবে।

Community Infrastructure works

অন্যান্য গ্রুপের সাথে BLPA নিযুক্ত এজেন্সি CLC ও SPLC স্থানে ভূমিকা রাখবে এবং Community Action Plan (CAP) গঠনে সাহায্য করবে।এই CAP প্রাকৃতিক / মানবিক সম্পদ চিহ্নিত করবে। SEC ইহার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেবলমাত্র CAP তৈরী করবেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য দায়ী থাকবে।

৫.১.২.৪ সামাজিক সহযোগীতা

SEC এর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য BLPA সামাজিক সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।একই এলাকায় বাস্তবায়নে BLPA বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচী সমাপ্ত করবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ এজেন্সীর সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। সামাজিক সহায়তা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো SEC এর সক্ষমতা বৃদ্ধি যাতে মূল উন্নয়ন কার্যাবলীর সাথে মিলিত হয়ে এগিয়ে যেতে পারে। যে সকল পন্থার মাধ্যমে এ কাজটি করতে হবে তা হলো–

- তথ্য ভান্ডার সহজে প্রবেশ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ যার মধ্যে রয়েছে– মহিলাদের স্বাস্থ্য, প্রতিষেধক প্রদান, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পানি ও স্যানিটেশন, স্বাক্ষরতা ও নেতৃত্ব কর্মসূচী, মানবিক ও আইনগত অধিকার।
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় বর্ধক কাজে প্রবেশাধিকার

  এই কর্মসূচীর আওতায় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র হলো-

  (১) এ্যাডভোকেসি কর্মসূচী

  (২) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

  (৩) গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা

  (৪) অর্থনৈতিক সহায়তা

  (৫) গ্রাজুয়েট প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিতে পতিত ব্যক্তিদের ত্রাণ।

৫.১.৩ Likage and Lorerages

SEC এলাকায় ফলপ্রসু সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে BLPA, ইহার নিয়োগকৃত এজেন্সি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন বিভাগ যেমন– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু কল্যাণ এবং পুষ্টি , কৃষি ও মৎস- ইত্যাদি সমধর্মী দপ্তরের সাথে সংযোগ রক্ষা করবে। BLPA অন্যান্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী যেমন- মাইক্রো- ফাইনেন্স, ভালনারেবল গ্রুপের উন্নয়ন, নিরক্ষরতা এবং মানবাধিকার কর্মসূচী ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ স্থাপন সহজতর করবে।

৫.১.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকরণ

SEVCDF হলো BTTF পকল্পের অংশ বিশেষ। জাতীয় পর্যায়ে এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত। Sub- project পর্যায়ের কার্যাদি BLPA কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্সি দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। এখানে SEC প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এবং CHT এর ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে যেগুলি এ অঞ্চলের বিকেন্দ্রীকৃত কর্তৃত্বের আওতায় রয়েছে সেগুলিও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৫.১.৫ মনিটরিং এবং মূল্যায়ন

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সিস্টেম মনিটরিং ফরম একটি অপরিহার্য অংশ । কারণ এর মাধ্যমে প্রকল্পের ধারাবাহিত মূল্যায়ন চিত্র পাওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট সংশোধনী কার্যক্রম (যদি থাকে) গ্রহণ করা সহজ হয়। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও BLPA চলমান প্রকল্পসমূহে যে ধরণের মনিটরিং ও মূল্যায়ন সিস্টেম গ্রহণ করা হয় তা হলো–

(a) Inputএবং Output মনিটরিং,

(b) পদ্ধতি মনিটরিং

(c) Impact মূল্যায়ন

এগুলি SEVCDF কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। SEVCDF এর মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য SEC এর জনসংখ্যার উপর কমিউনিটি ভিত্তিক তথ্য সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, অবকাঠামো সুবিধাদি, ভূমির ব্যবহার, শস্য বিন্যাস,

জীবিকা ইত্যাদি বিষয় BLPA কর্তৃক নিয়োগকৃত এজেন্সি CLC এর সহযোগিতায় সম্পাদন করবে। Focus Group Discussion এবং Participatory Runal Approval (PRA) এর মাধ্যমে মনিটরিং কাজের জন্য কমিউনিটিকে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান সম্পর্কে এবং এ প্রকল্পের Input সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য এটি করা দরকার। কমিউনিটির অংশগ্রহণ, কষ্ট লাঘবের কৌশল, বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, বাজেট ইত্যাদি RPF এ যেভাবে দেয়া হয়েছে সেভাবে প্রযোজ্য।